রাসূলের গোলামী তাকওয়ার মূলভিত্তি

শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদরী

غلامی رسول ﷺ حقیقی تقویٰ کی اساس

রাসূলের গোলামী প্রকৃত তাকওয়ার মূলভিত্তি

মূল

শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদেরী

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ সুলাইমান

প্রকাশক

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

সন্‌জরী পাবলিকেশন

১৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

রাসূলের গোলামী প্রকৃত তাকওয়ার মূলভিত্তি
মূল : শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদেরী
ভাষান্তর : মাওলানা মুহাম্মদ সুলাইমান
সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী, সন্‌জরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১, ০১৯২৫-১৩২০৩১

© সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে ফেরদৌস লিসা

প্রথম প্রকাশ : ১২ আগষ্ট ২০১০, ১ রমযান ১৪৩১, ২৮ শ্রাবণ ১৪১৬

মূল্য : ৭০ [সত্তর] টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
সন্‌জরী পাবলিকেশন : ১৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
মোহাম্মদীয়া কুতুবখানা ৪২, জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

Rasuler Gulami proccrito Takowar Mulbitti, By: Allamah Dr. Taher Al-kader. Translated By: Mv. Mohammad Sulaiman. Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 70/-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَـوْلَايَ صَـلِّ وَّسَـلِّمْ دَائِـمًا أَبَـدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَـيْرِ الْـخَلْقِ كُلِّـهِمِ
مُـحَمَّدٌ سَـيِّدُ الْكَـوْنَـيْـنِ وَالثَّـقَـلَـيْنِ
وَالْفَـرِيْـقَـيْـنِ مِنْ عَرْبٍ وَّمِنْ عَـجَمِ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ﴾

সূচিপত্র

তাকওয়া কি? ১
ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় তাকওয়ার পরিচয় ১
তাকওয়ার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ১
আসল তাকওয়া কি? ২
الَّذِي শব্দের উদ্দেশ্য 3
হাসরের হিকমত ৪
তাকওয়া লাভের শর্ত ৪
তাসদীক বা দৃঢ় বিশ্বাস কি? ৫
তাকওয়া অর্জনকে রাসূলে করীম ﷺ এর গোলামী বরণের সাথে কেন? সম্পৃক্ত করা হয়েছে ৬
১- পূর্ণ দ্বীন তো তাঁরই ৭
২- তাকওয়ার বৈশিষ্ট্যে ঈমান বিল গায়বের হাকীকত ৮
৩- খোদার মুহাব্বত লাভের জন্য রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামীর আবশ্যকতা ১৩
৪- রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গোলামীতে-ই আল্লাহর অনুসরণ নিহিত ১৪
৫- আল্লাহর নিদর্শনের সম্মান করা তাকওয়ার পরিচালক ১৭
আল্লাহর নিদর্শন বলতে কি বুঝায়? ১৭
অনুসন্ধানী সুক্ষ্ম দিক নির্দেশনা ১৮
৬- রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করাই প্রকৃত তাকওয়া ২০
রওজা পাকে আওয়াজ বুলন্দ না করার দলীল ২৩
৭- দরবারে নববীতে আওয়াজ অবদমিত করাই তাকওয়া ২৪
৮- নবীর দরবার হতে বিমূখ হওয়া কপটতার নিদর্শন ২৫
খোদার শপথ এটাই (নবীর দরবার) হল খোদার দরবার ২৭
চিন্তাযোগ্য সূক্ষ্ম বিষয় ২৭
جَاءُوكَ এর মর্মার্থ ২৯
তাওবা কবুল হওয়ার জন্য রাসূল করীম ﷺ এর সুপারিশ শর্ত ৩০
১১- রাসূলে করীম ﷺ এর গোলামীই তাকওয়ায় কামালিয়ত অর্জনের মাধ্যম ৩১
১২- উচু মর্যাদা লাভের জন্য রাসূলে পাক ﷺ এর সাথে সম্পর্কের গুরুত্ব ৩৩
১৩- আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মাধ্যমের আবশ্যকতা ৩৪
যুদ্ধক্ষেত্রে ভালবাসার পরীক্ষিত স্তরসমূহ ৩৪
مُخْلَصٌ ও مُخْلِصٌ এর মধ্যে পার্থক্য ৩৭
আল্লাহর একত্ববাদের তীব্রতা ও রাহমতুল লিল আলামীনের রহমতের ছায়া ৩৭
তাকওয়ার সনদ প্রদান ৩৯
তাকওয়ার ফল ৩৯
তাকদীরের গোপন বিষয়ের রহস্যভেদী ৪০
মুত্তাকীর দোয়া কবুল হওয়ার রহস্য ৪১
একটি ভুল ব্যাখ্যার দুরীকরণ ৪১
يَشَاءُونَ -এর কিছু সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ ৪২
يَشَاءُونَ শব্দ ব্যবহারের হিকমত ৪২
ارادہ ও مشیت -এর মধ্যে পার্থক্য ৪৩
প্রথম পার্থক্য ৪৩
দ্বিতীয় পার্থক্য ৪৪
একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা ৪৬
শেষ নিবেদন ৪৬
একটি ঘটনা ৪৭
সমাপনী ৪৮

প্রকাশকের বক্তব্য

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমণের পূর্বে আমাদের এ পৃথিবী অনাচার, পাপাচার ও জাহেলিয়াতের অন্ধকারে ভরে গিয়েছিল। যত্রতত্র চলত হানাহানি, মারামারি, বেইনসাফই ও যুদ্ধ-বিগ্রহ। মানুষ হয়ে পড়েছিল ইতর প্রাণীর চেয়েও অধম। আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে তারা নিজেদের পরিচয়টুকুও বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। মানবতার এ যুগ সন্ধিক্ষণে শান্তির বার্তাবাহক হয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হলেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি মানুষকে ডাকলেন অশান্তির পথ হতে শান্তির পথে। অকল্যাণের পথ হতে কল্যাণের পথে। পাপাচারিতার পথ হতে পূণ্যের পথে। যারা এ পথের পথিক, তারা মুত্তাকী। আল্লাহর তা'আলা কুরআনের অসংখ্য আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য তথা গোলামীকে তাকওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের আনুগত্য হচ্ছে তাকওয়ার মূলভিত্তি। এতদ্‌ভিন্ন তাকওয়ার দাবী করা বাতুলতা ছাড়া বৈ কিছু নয়।

পাকিস্তানের প্রথিতযশা আলেমেদ্বীন, শায়খুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আল-কাদেরী রচিত "غلامی رسول ﷺ حقیقی تقویٰ کی اساس" নামক বইটি এ বিষয়ের একটি চমৎকার সংকলন বলে মনে করি। তাই বইটি অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছি।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা মূল বইটির মৌলিকতা অটুট রাখার চেষ্টা করেছি। তবে ভাল-মন্দ যাচাইয়ের ভার পাঠকের হাতে। ভূল-ত্রুটি অবহিত করলে আগামী সংস্করণে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইল। ইনশাআল্লাহ।

সালামান্তে
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
প্রকাশক
সন্‌জরী পাবলিকেশন

তাকওয়া কি?

তাকওয়া আরবী শব্দ। وَقْيٌ শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। তার থেকে اَلْوَقَايَةُ وَ وَقَاءٌ মাসদর। যার অর্থ "حَفْظَ الشَّيْئِ مِمَّا يُؤْذِيْهِ وَيَضُرُّهُ" 'কোন জিনিসকে ক্ষতিকারক বস্তু হতে রক্ষা করা।'[১]

আভিধানিক দৃষ্টিকোণে এর বিশ্লেষণ নিম্নে পেশ করা হল। " جَعَلَ النَّفْسَ فِى وَقَايَةٍ مِمَّا يَخَافُ" বস্তুকে ক্ষতিকারক কোন কিছু থেকে হেফাজত করাকে তাকওয়া বলে। অতএব শাব্দিক দৃষ্টিকোণের আলোকে তাকওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল আত্মাকে ক্ষতিকারক সকল কিছু থেকে সংরক্ষণ করা।[২]

শরীয়তের পরিভাষায় তাকওয়ার পরিচয়

"حَفْظَ النَّفْسِ عَمَّا يُؤْثَمُ" যে সকল কাজকর্ম, আচার আচরণ ও কর্মকান্ড, দ্বারা সাধারণতঃ গুনাহ বা পাপ হয়ে থাকে ঐ সকল কাজকর্ম থেকে নিজের 'নফস' তথা আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখার নামই হচ্ছে তাকওয়া।[৩]

তবে এটা সাধারণ মুসলমানের জন্য প্রচলিত তাকওয়ার একটি মাপকাঠি। অর্থাৎ এটি সাধারণ মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য।

আহলুল্লাহ তথা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে আত্মনিবেদিত বান্দাহর জন্য তাকওয়ার মাপকাঠি হল এই, "وَيَتِمُّ ذٰلِكَ بِتَرْكِ بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ" তাকওয়া তথা খোদাভীতি অর্জনের নিমিত্তে অনেক 'মুবাহ' বা বৈধ কাজও পরিহার করা একান্ত জরুরী।[৪]

তাকওয়ার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি

সাধারণতঃ তাকওয়ার উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশসমূহ পালনের জন্য বান্দাহ সর্বদা নিজকে ব্যাপৃত রাখা। নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে সাধ্যমত বেঁচে থাকার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালানো। এতদ্ব্যতীত অশুভ পরিণতির ভয়ে আল্লাহর বিধানাবলী বাস্তবায়নের পাশাপাশি ইবাদত, রিয়াযত, মুরাকাবা,

---

১. মুফরাদাতুল কোরআন : وقي শব্দের অধীনে
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত
৪. প্রাগুক্ত

মোশাহাদা ও মুজাহাদার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রয়াসকেও তাকওয়া নামে অভিহিত করা হয়।

কোন কোন সুফীয়ায়ে কিরাম বলেন- "আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পথে চলার মাধ্যমে তাঁর নিষিদ্ধ পথসমূহে কখনও পরিচালিত না হওয়ার নাম তাকওয়া বা খোদাভীতি।"

তাই তাকওয়াকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি নিবদ্ধিত রাখা জরুরী। এ সকল অর্থ ও ভাবার্থ ও ব্যাখ্যা স্বস্থানে বিদিত। তাকওয়ার ক্ষেত্রে এ সবগুলোর প্রয়োগ ও ব্যবহার সঠিক। কিন্তু এগুলো তাকওয়ার বিশেষ দিক।

আসল তাকওয়া কি?

উপর্যুক্ত সকল আলোচনাতে তাকওয়ার খন্ডিত বা অসম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তাকওয়ার পূর্ণাঙ্গরূপ কি? তাকওয়ার কি এমন পরিচয় আছে যার দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, ঈমানের রুহ এবং সমস্ত ইবাদতের মূল।

আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে তাকওয়া কি এবং মানুষ কিভাবে মুত্তাকী বা খোদাভীরু হয়? কোরআন কি আমাদের জন্য এমন কোন দিক নির্দেশনা দান করেছে, যা দ্বারা তাকওয়ার হাকীকতে পৌঁছানো সম্ভব? তাকওয়াই যদি সকল নেককাজের মূল হয়, তাহলে তার ফল কী দাঁড়ায়। ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে নিম্নোক্ত আয়াতে করীমা প্রণিধানযোগ্য।

وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾

'আর ঐ যিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্যের (রবের হেদায়ত) বাণী নিয়ে আগমন করেছেন। আর যারা তার আনিত বাণীকে গভীরভাবে বিশ্বাস করেছে। এরাই প্রকৃতপক্ষে মুত্তাকী। তারা যা চায় তা-ই লাভ করবে তাদের রবের নিকট। এটাই হল সৎকর্ম পরায়নশীলদের বিনিময়।'[১]

[১]. আল-কোরআন, সূরা যুমার ৩৯:৩৩-৩৪

الَّذِي শব্দের উদ্দেশ্য

অধিকাংশ মুফাস্‌সিরদের মতে অত্র আয়াতে الَّذِي দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তা। যেমন-

১. আল্লামা ইবনে কাছির, মুজাহিদ, কাতাদাহ, রবী ইবনে আনাম ও ইবনে যায়েদ এর বরাত দিয়ে বলেন-

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ هُوَ الرَّسُولُ ﷺ.

'ঐ সত্তা, যে সত্যবাণী নিয়ে এসেছেন, তিনি হলেন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।'[১]

২. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ هُوَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَدَّقَ بِهِ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ.

অর্থাৎ "وَالَّذِي" দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্দেশ্য এবং "وَصَدَّقَ بِهِ" দ্বারা মুমিনদের বুঝানো হয়েছে।[২]

৩. শাইখ ইসমাঈল হক্কী তাফসীরে রুহুল বয়ানে লিখেন-

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ – الْمَوْصُوْلُ عِبَارَةٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

'অত্র-আয়াতে করীমার শব্দগুলো দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার অনুসারী মু'মিনদের বুঝানো হয়েছে।'[৩]

সূরা "যুমার'-এর এ আয়াতে করীমায় وَالَّذِي দ্বারা হুজুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক সত্ত্বাকে বুঝানো হয়েছে। وَصَدَّقَ بِهِ দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার উপর নাজিলকৃত সকল অহীকে সত্য হিসেবে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণকারী সৌভাগ্যবান মু'মিনদেরকে

[১]. তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/৫৩
[২]. হাশিয়া জালালাইন সূরা যুমারের অধীনে
[৩]. তাফসীরে রুহুল বয়ান ৮/১০৮

বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এ সকল বিশ্বাসী মু'মিনরা-ই أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ এ বর্ণিত মুত্তাকীদের অন্তর্ভূক্ত।

হাসর বা সীমাবদ্ধতার হিকমত

বিজ্ঞজনের নিকট সুবিদিত যে, أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ বাক্যটি সীমাবদ্ধ বাক্য বা কালেমায়ে হাসর। আল-কোরআন তাকওয়ার মাফহুম বা মর্থার্থ নির্ধারণ করার পর তাকওয়ার মাপকাঠি স্পষ্ট করে এখানে একটি শর্ত যুক্ত করে দিয়েছে। যে শর্ত পালন না করে কোন ব্যক্তির পক্ষে তাকওয়ার দাবীদার হওয়া সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি শর্তটি পূরণ করতে পারবে, সেই মুত্তাকী হতে পারবে। আর এ শর্ত পালন না করে কোন ব্যক্তি পাহাড়সম ইবাদত, রিয়াযত ইত্যাদি করলেও মুত্তাকী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে না।

তাকওয়া লাভের শর্ত

এখন দেখা প্রয়োজন যে, ঐ শর্তটি কি, যার ওপর তাকওয়া সীমাবদ্ধ। আল্লাহ তা'আলার বাণী "وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ" দ্বারা হুজুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। যিনি সত্য পয়গাম নিয়ে তাশরীফ এনেছেন।

আর যে লোক ঐ সত্য পয়গামকে তাসদীক বা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে নিবে, সেই হবে মুত্তাকী। যেমন- পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে যে, অত্র আয়াতের প্রথমাংশ দ্বারা সরকারে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। আর এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, অত্র আয়াতের শেষাংশের মধ্যে স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অন্তর্ভূক্ত। কেননা, নবীগণ সর্বপ্রথম স্বাভাবিকভাবেই নবুয়তের ওপর সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন। অত্র আয়াতের তাফসীরে (নবুয়তের ওপর নবীর বিশ্বাস স্থাপন করা) তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেমন- তাফসীরে রুহুল বয়ানে রয়েছেঃ

وَدَلَّتِ الآيَةُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يُصَدِّقُ أَيْضاً بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَتَلَقَّاهُ بِالْقَبُوْلِ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿اٰمَنَ الرَّسُولُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾

অর্থাৎ রুহুল বয়ান গ্রন্থকার বলেন, আলোচ্য আয়াত এ কথার স্বাক্ষ্য দেয় যে, স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ হাকীকতের ওপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনকারী, যা তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন। আর আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য নবীগণের মত এর ওপর ঈমান এনেছেনে। যেমন- আল্লাহ তা'আলার ঘোষণাঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার প্রতি নাযিলকৃত বিধানসমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।"[১]

তবে প্রনিধানযোগ্য বিষয় হলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুত্তাকী বলাটা কি তাঁর কামালিয়তের বহিঃপ্রকাশ?

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য কখনও এটি নয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুত্তাকী প্রমাণ করা। কেননা, তার বরকতময় সত্তা তো মুত্তাকী এবং তিনি তাকওয়ার দৌলত বিতরণ করেন। শুধু তা নয় বরং তিনি তো তাকওয়ার সেই বুনিয়াদী সৌন্দর্য নিয়েই আবির্ভূত হয়েছেন, যেখান থেকে তাকওয়ার উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং এখানে সেই ব্যক্তিরই আলোচনা চলছে, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত সকল বিষয়ের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেন।

তাসদীক বা দৃঢ় বিশ্বাস কি?

এখন صِدْقٌ শব্দের ওপর চিন্তা করলে তাকওয়ার জন্য আরোপিত শর্তের প্রয়োজনীয়তা আরো সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। تصديق শব্দটি আরবী। صَدَقَ থেকে বাবে তাফয়িলের মাসদার। তার অর্থ হল, হৃদয়ের গভীরতা থেকে কোন কিছুকে মেনে নেয়া। ইমাম রাগেব ইসফাহানী তার মুফরাদাতুল কোরআন গ্রন্থে صِدْقٌ বা সত্যবাদিতার পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেনঃ

[১]. তাফসীরে রুহুল বয়ান ৮/১০৮, মাকতাবায়ে ইসলামিয়া প্রকাশিত

وَالصِّدْقُ مُطَابَقَةُ الْقَوْلِ الضَّمِيْرِ وَالْمُخْبِرِ عَنْهُ مَعًا وَمَتَى انْخَرَمَ شَرْطٌ مِّنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ صِدْقًا تَامًّا بَلْ إِمَّا أَنْ يُوْصَفَ بِالصِّدْقِ.

صدق বা সত্যবাদিতার অর্থ হল, মন ও মুখের সামঞ্জস্যতা এবং কথার সাথে বাস্তব ঘটনার মিল থাকা। যদি এ দুটি হতে কোন একটি শর্ত পাওয়া না যায় তাহলে পরিপূর্ণ সত্যবাদিতা বহাল থাকে না। সুতরাং এই তাসদীককে সে ভাবেই মানার নাম হল তাকওয়া। আর কোরআন এই হাকীকতকেই অন্যস্থানে স্পষ্ট করেছেন। তাকওয়াকে যেমন তাসদীক বা দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপনকারীদের সাথে বিশেষায়িত করে বলেনঃ

أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

'ওরাই সত্যবাদী (সত্যকে মনে-প্রাণে গ্রহণকারী, সত্যের ওপর অবিচল) আর ওরাই মুত্তাকী বা পরহেযগার। (মূলতঃ বিশুদ্ধ অর্থে এরাই মুত্তাকী এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে বুযর্গী অর্জনকারী)'[১]

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা এটাই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য হল, যারাই আমার প্রিয় হাবিবের আনিত সকল বিষয়াদি নির্দ্বিধায় তাসদীক (দৃঢ় বিশ্বাস) করে নেয়, তারাই মুত্তাকী। আর তাকওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত হল এটাই।

তাকওয়া অর্জনকে রাসূলে করীম ﷺ এর গোলামী বরণের সাথে কেন সম্পৃক্ত করা হয়েছে?

তাকওয়ার বিষয়ে মৌলিক আলোচনা শেষে এখন আমরা মূল আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করতে যাচ্ছি এবং এর স্বপক্ষে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করছি, যার সাহায্যে সকলের নিকট এ বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে যে, ইশ্‌কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার গোলামী বরণের মধ্যেই বাস্তবিক পক্ষে তাকওয়ার মূলভিত্তি নিহিত রয়েছে।

[১]. আল-কোরআন, সূরা বাকারা ২:১৭৭

১- পূর্ণ দ্বীন তো তাঁরই

তাকওয়াবান বা খোদাভীরু হওয়ার জন্য 'তাসদীক হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমুদয় কার্যাবলীর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা) কে শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করার পর আল-কোরআনের কোথা ও অধিক ইবাদত ও রিয়াযত করার কথা উল্লেখ করা হয়নি। তাকওয়াবান হওয়ার জন্য নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, সদকাত ইত্যাদি ইবাদতগুলোকে শর্ত হিসেবে দাঁড় করানো হয়নি। বরং কোরআন করীম সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছে যে, মুত্তাকী হওয়ার নিমিত্তে সকল ইবাদত ও রিয়াযত জরুরী তো বটেই। তবে তার কবুলিয়তের জন্য রিসালতে বিশ্বাস করাই হল প্রথম শর্ত। অর্থাৎ রেসালতের বিশ্বাস না করে যতই ইবাদত, রিয়াজত করা হোক না কেন আল্লাহ পাকের দরবারে তা কখনও গৃহীত হবে না।

محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے
اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے

'মুহাম্মদের প্রেমই প্রথম শর্ত সত্য দ্বীনের, এতে যদি হয় কোন ঘাটতি তাহলে সবই অপূর্ণ থেকে যায়।'

মৌখিকভাবে তো সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য মেনে নেয়। তবে যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবেই তার আনিত রিসালাত বিশ্বাসী হয়ে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাঁর পুংখানুপুংখ ইত্তেবা বা অনুসরণের মাধ্যমে তারই গোলামিয়তকে সাদরে গ্রহণ করে নিতে পারে। সেই হয় প্রকৃত মুত্তাকী। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যে সম্পর্ক তৈরী থেকে বিমুখ থাকে, সে যত বড়ই হোক না কেন, মুত্তাকী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারবেনা।

সুতরাং প্রমাণিত হল, তসদীক বিল কালব বা অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে ইশকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরিয়ায়ে স্নান করে তার গোলামীত্ব বরণের মধ্যেই তাকওয়ার মূলমন্ত্র নিহিত রয়েছে। কেউ যদি তাঁর রিসালতে অবিশ্বাস করে তথা পাশ কেটে সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মুত্তাকী হতে চায়, অত্র এ আয়াতে করীমার দৃষ্টিতে এমন ব্যক্তিকে মুত্তাকী বলা তো দুরের কথা, সাধারণ মুসলমান হিসেবেও গণ্য করা যাবে না। কেননা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের আগে

জাহেলী যুগেও আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাস বজায় ছিল, তবে তা সাইয়িদ্যুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালতের মাধ্যমে ছিল না, বিধায় আল্লাহর নিকট তা গ্রহণযোগ্য হয়নি।

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা তো তাঁর প্রিয় হাবিবের রিসালতের স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই তাঁর একত্ববাদের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করা। আর তাই অত্র আয়াতে "وَصَدَّقَ بِهِ" এর আগে " وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ " এর শর্তারোপ করা হয়েছে।

একটি বিষয় খুবই চিন্তনীয় যে, কোরআনে করীমের কোথাও এ কথা বলা হয়নি যে, যারা আল্লাহর দেয়া সত্য পয়গামে বিশ্বাস করবে তারাই মুত্তাকী হয়ে যাবে। বরং কোরআনের ভাষ্য হল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত সত্য পয়গামকে যারা বিশ্বাস করবে, তারাই মুত্তাকী হতে পারবে।

উল্লেখ্য যে, صدق তথা সত্য পয়গামকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে। আর নবুয়তকে মাখলুকের নিকট সত্য পয়গাম পৌঁছানোর মাধ্যম বানানো হয়েছে। সুতরাং যারা সেই সম্পর্ক ও মাধ্যম মেনে নিয়ে নবুয়তের দ্বারে মাথা ঝুকিয়ে আপন মুখে মহান আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে ঘোষণা দিয়ে বলবেঃ

"ওহে রব! আমরা তো নিজেরা কিছুই দেখিনি। আমরা তো তোমার নির্দেশ "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا"[১] এর ওপর আমল করে তোমার শরীয়তের সকল বাণী ও কর্মকে ঈমানের অঙ্গ বানিয়ে নিয়েছি।" তারাই মুত্তাকী হবে।

২- তাকওয়ার বৈশিষ্ট্যে ঈমান-বিল-গায়েব এর হাকীকত

কোরআনে করীমের বিভিন্ন জায়গায় মুত্তাকী বা খোদাভীরু ব্যক্তির বিভিন্ন গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- সূরা বাকারায় ইকামতে সালাত (নামাজ প্রতিষ্ঠা করা), আল্লাহর পথে ব্যয়, ওহীতে বিশ্বাস, পরকালের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস ইত্যাদি গুণাবলী দ্বারা মুত্তাকীকে গুণান্বিত করা হয়েছে।

[১]. আল-কোরআন, সূরা হাশর ৫৯:৭

কিন্তু এ সুরায় সর্ব প্রথম যে গুণটি দ্বারা মুত্তাকীকে গুণান্বিত করা হয়েছে, তা হল "اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ" অর্থাৎ এই কিতাব ওদের জন্যই হেদায়ত, যারা তাকওয়ার দৌলত অর্জন করে ঈমান-বিল-গাইব তথা অদৃশ্য জগতে ঈমান (বিশ্বাস) স্থাপনের মাধ্যমে।

মৌখিক স্বীকৃতি ও অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসই হল ঈমান। সুতরাং ঈমান-বিল-গাইব এর অর্থ হল "রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবানিতে যে সকল দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তার উপর না দেখে বিশ্বাস স্থাপন করা। এখানে ঈমান-বিল-গাইবকে (অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা) তাকওয়ার প্রথম নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার পেছনে এক সূক্ষ্ম রহস্য নিহিত রয়েছে। আর তা হল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর্ভিবাবের সময়কাল আজ প্রায় চৌদ্দশত সাল অতিক্রান্ত হয়েছে। আজ পর্যন্ত কেউ আল্লাহকে দেখেনি এবং তার বাণীও শোনেনি। জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেনি। কিয়ামত ও মৃত্যুপরবর্তী বাস্তবতা কেউ জানে না। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবানিতে শুনেই কোরআন কালামে ইলাহী হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। না তো তারা ওহী প্রক্রিয়াকে অবলোকন করেছে? না ফেরেশ্‌তা কে দেখেছে? মূলকথা স্বভাব উর্ধ্ব এ সকল বাস্তবতার প্রতি ঈমান আনার জন্য তাদেরকে কে উদ্বুদ্ধ করেছে?

এ সব কিছু মানুষের বিবেক-বুদ্ধি থেকে যোজন যোজন দুরে অবস্থিত। মানুষের জাহেরী বাতেনী সকল অনুভূতি অদৃশ্য জগতের ঐ সকল বিষয়ের উপলব্ধি থেকে সম্পূর্ণ অক্ষম। জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতে মানুষের বিস্ময়কর অগ্রগতি সত্ত্বেও মানবজাতি তার বোধগম্যতা থেকে বহুদুরে অবস্থিত।

ঈমান-বিল-গাইব (অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন) দ্বারা আল কোরআন মানুষের ধ্যান-ধারনার মধ্যে এ বাস্তবতা জানিয়ে দিতে চায় যে,

ওহে মানব! অনুভূতির মাধ্যতীত বিষয়ের বাস্তবতার পরিচয় লাভের ক্ষমতা তোমার বুদ্ধি ও বিবেককে দেয়া হয় নি। এতদসত্ত্বেও কেন তুমি তোমার বুদ্ধির অশ্বকে যেই ময়দানে হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছ? তোমার সকল বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনা যেহেতু স্বীয় অপ্রতুলতা স্বীকার করে নিয়েছে সেহেতু তুমি অবনত মস্তকে সেই সত্তার বর্ণিত বর্ণনা মেনে নিতে বাধ্য যে সত্তা অদৃশ্য জগতের ঐ সকল কিছু আপন চোখেই অবলোকন করেন? স্রষ্টার নেকাব- বিহীন জলওয়া

লাভে ধন্য হয়েছেন ও হাশর-নশর এবং মৃত্যু পরবর্তী জগতের সকল কিছু প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন। আর সেই সত্তা হলেন রাহমতুল্লিল আলামীন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এই মু'মিনই তো প্রকৃত মুত্তাকী যিনি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাঁরই পবিত্র মুখনিসৃত বাণীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতঃ সকল কিছুর সত্যতাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছেন। যখন ছিল বৃক্ষ ও প্রস্তর পূজার যুগ। আল্লাহর একত্ববাদকে ভূলে মানুষ লিপ্ত হয়ে পড়েছিল নানাবিধ পূর্জা-অর্চনায়। যেমন- আল্লামা ইকবালের ভাষায় বলা যায়ঃ

ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر
کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر
خوگر پیکر محسوس تھی انساں کی نظر
مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر؟

'আমাদের আগমণের পূর্বে বিশ্বের চিত্র ছিল আজবময়।
কোথাও ছিল পাথর পূজা কোথাও ছিল বৃক্ষ পূজা।
মানুষ তো ছিল ইন্দ্রিয়াগোচর আকৃতির পূজারী,
তাই তারা বিন দেখা খোদাকে কিভাবে মানবে?'

কিন্তু আজ থেকে চৌদ্দশত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ও বিনা অবলোকনে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা সাধারণ ব্যাপার নয়। আর এ জন্যই তো মুত্তাকীর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের উপর ঈমান-বিল-গাইব, বৈশিষ্ট্যটি প্রাধান্যতা লাভ করেছে। কেননা, পূর্ব যুগের উম্মতগণকে আল্লাহর একত্ববাদে ঈমান আনতে বলা হলে তারা বললঃ

لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴿٥٥﴾

'যে মুসা আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনব না যতক্ষণ না আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখি।'[১]

কিন্তু ঐ নির্বোধদের তো এই উপলব্ধি ছিল না যে, সমগ্র সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর অস্থিত্বের বহিঃপ্রকাশ নিহিত রয়েছে। আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের স্বাদ

[১]. আল-কোরআন, সূরা বাকারা ২:৫৫

উপভোগ করার সুত্র তো আলাদা ও বিভিন্ন রকমের। কবি কতই না চমৎকার বলেছেনঃ

ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی
ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی
ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر
ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی

'চর্ম চোখে যেন কেউ না করে তামাশা
হৃদয়ের চোখে দেখার তরে করে প্রত্যাশা।
যদি চাও তুমি দেখতে তারে
তবে বন্ধ কর আপন নয়ন,
দেখবে তারে সৃষ্টির মাঝোরে।'

মূলত কোন সংশয় ও চিন্তা ব্যতিরেকে মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের মাধ্যমেই ঈমানের পরিপূর্ণতা লাভের-সৌভাগ্য অর্জিত হয়।

আকল ও যুক্তি দ্বারা ঈমানের হাকীকতকে পরিমাপকারীরা ইবনে সিনা ও ফারাবীর মতো দিক ভ্রান্ত পথিক। আর গায়েবের উপর বিশ্বাস পোষণ করে যারা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামীত্ব বরণ করে নিয়েছে প্রকৃতপক্ষে তারাই মাওলার দীদার লাভে ধন্য হয়েছেন এবং মওলানা রুমী রাহমতুল্লাহি আলাইহির মত তারা দিদার মনজিলে মকসুদে পৌঁছতে সক্ষম হন। তিনি বলেনঃ

بو علی اندر غبار ناقہ گم دست رومی پردہ محمل گرفت
ایں فروتر رفت و تا گوہر رسید آں بگرداب چو خس منزل گرفت

'ইবনে সিনা উষ্ট্রীর ধূলিতে মলিন,
রুমীর হস্ত যখন দোলনার পর্দায় লীন।
রুমী তো উন্নতির মনি-মুক্তার খোঁজে রত,
যেখানে ইবনে সিনা সমুদ্র তীরের খরকুটা ধরার চেষ্টায়।'

পবিত্র মিরাজের অলৌকিক ঘটনার একটু বিশ্লেষণ করলেই উপযুক্ত বিষয়টি পাঠক সমাজের নিকট আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে।

মীরাজ শেষেভূ-পৃষ্টে ফিরে এসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইসরা এর সমস্ত ঘটনার বিবরণ করলেন, তখন আকলী যুক্তির নিক্তিতে পরিমাপ করে আবু জেহেল ও আবু লাহাব তা অস্বীকার করে বসল এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অকৃত্রিম বন্ধু সিদ্দিকে আকবর রাদিআল্লাহু আনহুকে আটক করার জন্য এ ঘটনাকে মোক্ষম হাতিয়ার বানিয়ে তার ঘরের দরজায় করাঘাত করে বলল, মুহাম্মদের উপর অন্ধ বিশ্বাস পোষণকারী আবু বকর! তোমার নবী আজ এমন- সব উল্টা-পাল্টা কথাবার্তা বলল, যা দুনিয়ার কোন সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন বিবেকবান ব্যক্তি গ্রহণ করবে না। আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, তিনি কি বলেছেন? আবু জেহেল বলল, তোমার নবী বলেছেন, তিনি রাতের সংক্ষিপ্ত সময়ে মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস এবং সেখান থেকে লা মকান-এ পৌছেছে। আর আল্লাহর দিদার লাভ করে তার অসীম কুদরতের নিদর্শনাদি প্রত্যক্ষ করে আবার ফিরে এসেছে। এখন বল, এ ঘটনা কি তোমার বিশ্বাস হয়? রাসূল প্রেমে বিভোর সিদ্দীক উত্তর দিলেন! হে আবু জেহেল! তুমি তো আমার ঈমানের গভীরতা-ই বুঝতে পারনি। আমি তার এশকে এতই নিমজ্জিত যে, তার প্রতিটি কথাই বিনা যুক্তিতে গ্রহণ করে নিয়েছি। যেখানে 'কেন ও কিভাবে, এ ধরণের কোন প্রশ্ন অবতারণা করার সুযোগ নেই।

অতএব যে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্ধে পড়ল, সে আবু জেহেল হয়ে গেল। আর যিনি নির্দ্বিধায় তার সকল বক্তব্যকে সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছেন, তিনি সিদ্দিক উপাধি লাভে ধন্য হয়েছেন।

কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানে পাকেই বর্ণিত হয়েছে বিধায় সকলে মনে-প্রাণে কবুল করেছেন। নচেত তিনি "যে সত্য নিয়ে এসেছেন বলে দাবী করেছেন, সে সত্যবাণী কোথা থেকে এসেছে, কিভাবে এসেছে, কে প্রেরণ করেছে, কাদের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে? ইত্যাদি কোন প্রশ্নের অবতারণা না করেই মু'মিনরা বিনা বাক্য ব্যয়ে সত্য হিসেবে মেনে নিতে কুণ্ঠবোধ করেনি। কেননা তারা তো শুধু বার্তা বাহককে দেখেছেন এবং যা কিছু শুনেছেন তা তার সুনির্দিষ্ট জবানিতেই শুনেছেন। পক্ষান্তরে যারা যুক্তির দীপশিখা প্রজ্জলিত করে তার আনিত পয়গামে যাচাই-বাচাইয়ের অপ্র-প্রয়াস চালায়, তারা কিয়ামত পর্যন্ত অজ্ঞতার অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে থাকবে।

৩- খোদার মহব্বত লাভের জন্য রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামীর আবশ্যকতা

তাকওয়ার মূল লক্ষ্য হল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনই হল মানবজীবনের অভীষ্ঠ লক্ষ্য। আর আল্লাহকে ভালবাসা ব্যতীত তার নৈকট্য ও সন্তুষ লাভ কোন মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। আল্লাহর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসাকে মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হিসেবে ঘোষণা করে আল-কোরআন বলেঃ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ﴿١٦٥﴾

'ঈমানদার তো তারা-ই যারা আল্লাহকে প্রগাঢ় ভালবাসে।'[১]

আর আল কোরআন আল্লাহকে ভালবাসার পথ ও বাতলে দিয়েছেন। কোন ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবাসতে চাইলে তার নিয়ম বা পন্থা কি হবে সে দিকেই ইংগিত করে বলা হয়েছেঃ

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ﴿٣١﴾

'ওহে আমার মাহবুব! আপনি (আপনার মধুর সম্ভাষণ দ্বারা) আল্লাহর মহব্বতের দাবীদারদের বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তবে তার একমাত্র পথ হলো, তোমরা আমার অনুসরণ ও গোলামীকেই বরণ করে নাও।'[২]

এ আয়াতের অসংখ্য হেকমত ও ভাবার্থ রয়েছে। তবে এখানে শুধু বিয়ষটি স্পষ্ট করা উদ্দেশ্যঃ

১. কেউ যদি আল্লাহকে ভালবেসে তার নৈকট্য ও দিদার অর্জন করতে চায় তাহলে তা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামী ও তার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ মাধ্যমই সম্ভব।

২. হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ও তার গোলামী মানুষকে محب তথা প্রেমিকের মকাম থেকে محبوب তথা প্রেমাস্পদের মাকামে পৌছিয়ে দেয়।

---

১. আল-কোরআন, সূরা বাকারা ২:১৬৫
২. আল-কোরআন, সূরা বাকারা ২:৫৫

৩. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামী বরণের আগে মানুষ আল্লাহকে মুহাব্বত করতে চাইত, কিন্তু তাঁর গোলামী বরণের পর মানুষের মাহবুব (আল্লাহ) তাদের মুহীব (প্রেমিক)-এ পরিণত হয়েছে। কোথায় সেই মানব যে আল্লাহর মুহাব্বত লাভের প্রবল ইচ্ছা পোষণ করত। আর কোথায় সেই মাকাম বা মর্যাদা যেখানে স্বয়ং রব বান্দার আশেক হয়ে প্রত্যেক মুহূর্তে তার সন্তুষ্টি কামনা করে। অতঃপর সেই বান্দা আর স্বাভাবিক বান্দা হয়ে থাকেনা বরং রবের আবদিয়তের সাফল্যের শীর্ষস্থানে পৌঁছে যায়। আর সেই বান্দা আশেকের স্থান হতে মাশুকের মাকামে উপনীত হয়। কবি বলেনঃ

عبد دیگر عبدہ چیزے دگر

ما سراپا انتظار او منتظر

'অন্যান্য সাধারণ আব্দ (বান্দা) আর তার (আল্লাহ) আব্দ এবং রাসূলের আব্দ এক নয় বরং ভিন্ন। আমরা রবের সন্তুষ্টির প্রতিক্ষায় আর স্বয়ং রব তার সন্তুষ্টির প্রতিক্ষায় থাকে।'

৪- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামীতে-ই আল্লাহর আনুগত্যে নিহিত

আল্লাহকে ভালবাসার অর্থ হল, বান্দা নিজকে সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যে ব্যাপৃত রাখা। আল্লাহর আনুগত্য ও তার নির্দেশ পালনকে সাধারণতঃ তাকওয়া বলা হয়। কোরআন পাক বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহর আনুগত্যের শিক্ষা দিয়েছেন। আর উক্ত আনুগত্যকে সফলতা লাভের শর্ত হিসেবে পরিগণিত করেছে। যেমন- নিম্নোক্ত আয়াত সমূহে তার বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ ﴿١٣﴾

'যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে আল্লাহকে তাকে এমন জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন যার তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বনীসমূহ প্রবাহিত।'[১]

[১]. আল-কোরআন, সূরা নিসা ৪:১৩

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخۡشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقۡهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ ﴿٥٢﴾

'যে ব্যক্তি বা যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, তারাই সফলকাম।'[১]

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمٗا ﴿٧١﴾

'আর যে, আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করবে সে মহা সাফল্য লাভ করবে।'[২]

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

'তোমরা আল্লাহ এবং রাসুলকে আনুগত্য কর। যাতে তোমরা করুণা প্রাপ্ত হও।'[৩]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ ﴿٥٩﴾

'হে মু'মিনরা! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের নেতৃত্বস্থানীয়দের আনুগত্য কর।'[৪]

উপর্যুক্ত আয়াতে করীমাগুলো পর্যালোচনা করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহর আনুগত্য অত্যাবশ্যক হওয়ার পাশাপাশি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যও অত্যাবশ্যক হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের পরিপূর্ণ আনুগত্যের মধ্যেই সফলতা নিহিত রয়েছে।

[১]. আল-কোরআন, সূরা নূর ২৪:৫২
[২]. আল-কোরআন, সূরা আহযাব ৩৩:৭১
[৩]. আল-কোরআন, সূরা আলে ইমরান ৩:১৩২
[৪]. আল-কোরআন, সূরা নিসা ৪:৫৯

এতদব্যতীত অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হাবীবের আনুগত্যকেই তাঁর (আল্লাহর) আনুগত্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন- তিনি ঘোষণা করেছেন-

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴿٨٠﴾

'যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করে বস্তুতঃ সে আল্লাহর আনুগত্য করে।'[১]

অর্থাৎ তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যেরে সময় মনে প্রাণে এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, ইহা মূলতঃ আল্লাহরই আনুগত্য। কেননা, হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ব্যাতিরেকে সরাসরি আল্লাহর আনুগত্য করার কল্পনা বাতুলতা ছাড়া বৈ কিছুই নয়। আল্লাহ সরাসরি আনুগত্য যোগ্য নন। কেউ আল্লাহর কথা শোনেনি, কিংবা তার কোন কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ করেনি। সুতরাং কোন উচ্চ-বাচ্য না করেই রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও গোলামীতেই নিজকে সমর্পণ করতে হবে। তাঁকে অনুসরণ করার অর্থই হল হুবহু আল্লাহকে অনুসরণ করা। আর তাঁর (রাসূল) বিরোধিতা করা মানেই হল আল্লাহর বিরোধিতা করা। পবিত্র হাদীস শরীফে এর বাস্তবতায় পাওয়া যায়। যেমন-

مَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمُحَمَّدٌ ﷺ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ.

'যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করল সে আল্লাহর নাফরমানী করল। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন ভাল ও মন্দ লোক নিরুপনের মানদন্ড স্বরূপ।'[২]

আল্লামা ইকবাল রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যকেই আল্লাহর রেজামন্দী লাভের মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করে বলেনঃ

[১]. আল-কোরআন, সূরা নিসা ৪:৮০
[২]. বুখারী শরীফ : প্রথম খন্ড

عاشقی! محکم شواز تقلید یار
تا کمندر تو شود یزداں شکار

'ওহে খোদার প্রেমিক দাবীদার! রাসুলের গোলামীতে হও আগে বিভোর। তবেই পৌঁছিবে খোদার দ্বারে ইশকের রজ্জু তোমার।'

৫- আল্লাহর নিদর্শনের সম্মান করা তাকওয়ার পরিচায়ক

তাকওয়া অন্তরের এমন এক অবস্থার নাম যা হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অগাধ ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন দ্বারা অর্জিত হয়। তা যে মুত্তাকীর অন্তরে আল্লাহর হাবিবের ভালবাসা শক্তভাবে অবস্থান নিয়ে নেয়। সে আল্লাহর হাবীবের স্মৃতিবিজড়িত সকল নিদর্শনকে এভাবেই ভালোবাসে, যেভাবে সে আল্লাহর হাবিবকে ভালবাসে।

পবিত্র আল-কোরআন আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি ভালবাসা পোষণকে তাকওয়া হিসেবে অভিহিত করেছে। যেমন-

وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾

'যে আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করবে। তা তার অন্তরের তাকওয়ার পরিচয় বহন করে।'[১]

আল্লাহর নিদর্শন বলতে কি বুঝায়?

যেহেতু আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করাকে তাকওয়ার আলামত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে "شَعَائِرُ اللهِ" বা আল্লাহর নিদর্শন দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও আল-কোরআন আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা দান করেছেন। যেমন-

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ﴿١٥٨﴾

'সাফা ও মারওয়াহ পর্বতদ্বয় আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভূক্ত।'[২]

অন্যস্থানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

[১]. আল-কোরআন, সূরা হজ্জ ২২:৩২
[২]. আল-কোরআন, সূরা বাকারা ২:১৫৮

وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴿٣٦﴾

'আর কোরবানীর জন্য প্রেরিত জানোয়ারকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে সাব্যস্ত করেছি। আর তাতে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে।'[১]

অনুসন্ধানী সুক্ষ্ম দিক নির্দেশনা

আমরা জানি সাফা ও মারওয়া মক্কায় অবস্থিত অন্যান্য পাহাড়ের মতো-দুটি পাহাড়ের নাম। পাহাড়দ্বয়ের এমন কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সেগুলো স্বতন্ত্র মর্যাদায় মহিমান্বিত করেছে। সেই পাহাড়দ্বয়ের এমন কি মাহাত্ম্য রয়েছে যার বদৌলতে আল-কোরআন উক্ত পাহাড়দ্বয়কে আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে ঘোষণা করে ক্ষান্ত হয়নি বরং কিয়ামত পর্যন্ত হজ্ব ও ওমরা পালনকারীদের জন্য তাতে সায়ী বা দৌড়ানো অতি আবশ্যকীয় করুনে পরিণত করেছে?

এভাবে কুরবানীর জন্য নির্ধারিত পশুগুলো সাধারণতঃ অন্যান্য পশুর চেয়ে কেন স্বতন্ত্র মর্যাদা সম্পন্ন পশুতে পরিণত হয় অথচ বাহ্যতঃ সেগুলো তো অন্যান্য পশুর মত? যেহেতু সেই পশুগুলোকে আল্লাহর একজন জলীলুল কদর নবী হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সুন্নতের দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে, সেহেতু অন্যান্য পশুর মত পানাহার করলেও সেগুলো আল্লাহর নিদর্শনে পরিণত হয়ে গেছে।

আর সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ও সাইয়্যিদিনা হযরত হাজেরা আলাইহাস সালামের পবিত্র পদধূলির বরকতে বরকতমন্ডিত। তিনি তার প্রাণপ্রিয় শিশু পুত্র হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের জন্য পানির সন্ধানে উতলা হয়ে উভয় পাহাড়ে দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন। মা হাজেরা আলাইহাস সালামের এই অস্থিরময় পদবিক্ষেপ আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে গেল। তাই কিয়ামত পর্যন্ত বায়তুল্লায় হজ্ব পালনকারী কিংবা উমরা আদায় কারী যদি বিবি হাজেরা আলাইহাস সালামের মত অস্থির চিত্তে উভয় পাহাড়ে সায়ী বা দৌড়াদৌড়ি না করে, তাহলে তা আল্লাহ পাকের দরবারে মকবুল হবে না।

আর যদি হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ও তার সম্মানিত মায়ের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় সেগুলো আল্লাহর নিদর্শনে পরিণত হয়ে যায় এবং সে

[১]. আল-কোরআন, সূরা হজ্ব ২২:৩৬

গুলোকে সম্মান করা যদি হৃদয়ের তাকওয়ায় পরিণত হয়, তাহলে সাইয়্যিদুল আম্বিয়া রাহমতুল লিল আলামীনের দিকে সম্পর্কিত ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো কি কখন ও আল্লাহর নিদর্শন না হয়ে থাকতে পারে? আর সে গুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা তাকওয়ার পরিচায়ক না হয়ে আর কী-বা হতে পারে? (নিঃসন্দেহে) আল্লাহর হাবিবের সাথে সম্পক্ত বিষয়গুলোকে সম্মান করা নিঃসন্দেহে তাকওয়ার পরিচায়ক।

আল্লাহ তা'আলা মক্কার নামে শপথ করেছেন। আবারও তার কারণ ব্যক্ত করে বলেন, ওহে আমার মাহবুব! আমি রব হয়েও মক্কার নামে এ জন্য শপথ করছি যে, আপনার দিন ও রাত এখানেই অতিবাহিত হচ্ছে। এখানকার আবহাওয়া আপনার পবিত্র দেহ মোবারকের তাওয়াফ করছে এ নগরীর ধূলিকনা আপনার পবিত্র পদদ্বয় চুম্বন করছে, মুচকি হাঁসি সমেত নুরানী চেহারা নিয়ে আপনি যখন আপনার শিষ্যদের অভিভাষণ দান করেন, তখন সাহেবে লা মকান হয়েও এই অপরূপ মক্কার নামে শপথ করতে আমার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এখানে আমার অসংখ্য নিদর্শন যেমন- বায়তুল্লাহ, অসংখ্য নবীর মাজার। সাফা-মারওয়া, যমযম, হাজরে আসওয়াত, মসজিদে হারাম ইত্যাদির কারণে নয় বরং আপনার অবস্থানের কারণেই এ নগরীর শপথ করছি। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لَآ أُقْسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ﴿١﴾ وَأَنتَ حِلٌّۢ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ﴿٢﴾

'এই মক্কা নগরীর শপথ করছি। ওহে আমার প্রিয় হাবীব! আপনি এই শহরে আগমন করেছেন।'[১]

সুতরাং প্রমাতি হল রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করা, তাকে ভালোবাসা, তার গোলামী বরণ করা এবং তার সাথে সম্পর্ক তৈরী করাই হলো আল্লাহর সর্বত্তোম নিদর্শন।

ঐ গুলো গ্রহণ করা এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পালিত সব বিষয়কে মহব্বত করাই হল আল্লাহর নিকট তাকওয়ার সর্বোত্তম মাপকাঠি।

[১]. আল-কোরআন, সূরা বালাদ ৯০:১-২

৬- রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করাই প্রকৃত তাকওয়াহ

আলোচ্য বিষয়ে আল-কোরআন বেশ কয়েকস্থানে আলোচনা করেছে। আমরা এখানে সূরা হুজরাতের প্রথম তিনটি আয়াতে করীমা পেশ করছি। যে গুলোতে এ সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনই হল প্রকৃত তাকওয়া এবং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তার গোলামী বরণের মূখ্য উদ্দেশ্য কি তাও সুস্পষ্ঠ হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝١ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَٰتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝٣

'হে মু'মিনগণ! তোমরা কোন ক্ষেত্রেই আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগ্রগামী হয়োনা। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ (তোমাদের অন্তরের অবস্থা)

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের আওয়াজকে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজের উপর বুলন্দ কর না। আর তার সাথে এভাবে জোর দিয়ে কথা বল না যে ভাবে তোমরা একে অন্যের সাথে করে থাক। এটা শিষ্টাচার পরিপন্থী যাতে তোমাদের আমল সমূহ তোমাদের অজান্তেই বিনষ্ট হয়ে না যায়।

নিশ্চয় যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে নিজেদের আওয়াজ সমূহকে নীচু করে রাখে (ফিসাফিসিয়ে কথা বলে)। তারা ঐ সমস্ত লোক যাদের অন্তরসমূহকে আল্লাহ তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নির্বাচন করে নিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাবিনিময় রয়েছে।'[১]

এ আয়াতে করীমাগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট শানে নুযুলের পর্যালোচনা ব্যতিরেকে আমাদের আলোচ্য বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় আহকামের বিবরণ দেয়ার জন্য প্রচেষ্টা করছি।

- ✓ জীবনের কোন ক্ষেত্রেই কথায় ও কাজে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর প্রাধান্যতা লাভের প্রয়াস চালানো আল্লাহর উপর প্রাধান্যতা লাভের প্রয়াস চালানোর নামান্তর। আর এটা নিঃসন্দেহে তাকওয়ার পরিপন্থী আমল।
- ✓ আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে উপস্থিত হওয়ার নিয়মনীতি শিক্ষা দিয়ে বলেনঃ

আমার মাহবুবের দরবারে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য হলে পরিপূর্ণ আদব সহকারে হাজির হবে। যদি কথা বলার সুবর্ণ সুযোগ নসীব হয় তাহলে অতিশয় ভদ্রতার সাথে এভাবেই কথা বলবে যেন তোমার আওয়ায আমার মাহবুবের আওয়াযের চেয়ে বুলন্দ না হয়।

- ✓ এ ক্ষেত্রে যদি তোমাদের থেকে নূন্যতম কোন অসমর্কতা পাওয়া যায়, তবে মনে রেখ, মুমিন হওয়া সত্ত্বেও তোমার সকল নেক আমল ধ্বংস হয়ে যাবে। এমন বে-আদবকে তাওবারও সুযোগ দেয়া হবে না।

তাছাড়া "لَا تَرْفَعُوٓا أَصْوَٰتَكُمْ" আয়াতে করীমার বিস্পদ ব্যাখ্যায় মুফাসসিরীনে কিরাম অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তবে এ আয়াত নাযিলের পর সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা পেশ করা হল।

১. আলোচ্য আয়াতে করীমা নাযিল হওয়ার পর থেকে ফারুক আজম রাদিআল্লাহু আনহুর মত জলীলুল কদর সাহাবী আল্লাহর মাহবুব সাল্লাল্লাহু

[১]. আল-কোরআন, সূরা হুজরাদ ৪৯:১-৩

আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এতই নিচু স্বরে কথা বলতেন যে, উপস্থিত শ্রোতার পক্ষে তা বুঝতে খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ত।[১]

২. সিদ্দীকে আকবর রাদিআল্লাহু আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র খেদমতে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ঐ মহান সত্তার শপথ করে বলছি যিনি আপনার উপর কোরআন নাযিল করেছেন, আমি সর্বদা আপনার দরবারে নিচু স্বরেই কথা বলব।[২]

এ ঘটনার পর যখন থেকে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে কোন প্রতিনিধি দল আসত, তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর রাদিআল্লাহু আনহু দরবারে নববীর রীতি-নীতি শিখিয়ে দেয়ার নিমিত্তে বিশেষ এক ব্যক্তিকে পাঠাতেন যাতে তাদের পক্ষ থেকে কোন শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণ প্রকাশ না পায়। যেমন- তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে রয়েছে-

وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ مِنْ يُعَلِّمُهُمْ كَيْفَ يُسَلِّمُوْنَ وَيَأْمُرُهُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

৩. হযরত সাবিত ইবনে কাইস রাদিআল্লাহু আনহু ছিলেন বলিষ্ট কন্টস্বরের অধিকারী সাহাবী। এ আয়াত নাযিলের পর তিনি দরজা বন্ধ করে ক্রন্দন করতেন।

لَمَّا نَزَلَتْ دَخَلَ بَيْتَهُ وَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَطَفِقَ يَبْكِي.

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দরবারে এ খবর পৌছলে তিনি উক্ত সাহাবীকে তলব করে তার কান্নার কারণ জানতে চান। তদুত্তরে তিনি বলেনঃ

يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ هَذِهِ الآيَةِ وَأَنَا شَدِيْدُ الصَّوْتِ فَأَخَافُ أَنْ أَكُوْنَ قَدْ حَبِطَ عَمَلِي.

[১]. তাফসীরে রুহুল মা'আনী গ্রন্থকার ইমাম বুখারীর বরাত দিয়ে তার শব্দাবলী এভাবে নকল করেন, إذا تكلم عند النبي ﷺ لم يسمع كلامه حتى يستفهمه وكان عمر ১৩/১৩৫

[২]. এভাবে হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহর আনহুর শব্দাবলী এই, والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى الله تعالى রুহুল মা'আনী ১৩/১৩৫

ইয়া রাসূলাল্লাহ! জন্মগতভাবে উঁচু স্বরের অধিকারী হওয়ায় আমি শঙ্কিত যে, না জানি কখন আমার আমল ধ্বংস হয়ে যায়। আর সেই ভয়েই আমি কাঁদছি।[১]

রাহমতুল্লিল আলামীন তাকে অভয় দিয়ে বললেন, "لَسْتَ مِنْهُمْ" যাদের আমল নষ্ট হয়ে গেছে, তুমি তাদের দলভূক্ত নও।

রওজা পাকে আওয়াজ বুলন্দ না করার দলিল

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ "لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ" দ্বারা দলিল পেশ করে উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, যেমন- রুহুল মা'আনীতে রয়েছে-

وَاسْتَدَلَّ الْعُلَمَاءُ بِالآيَةِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ عِنْدَ قَبْرِهِ الشَّرِيْفِ ﷺ، وَعِنْدَ قِرَاءَةِ حَدِيْثِهِ ﷺ لأَنَّ حُرْمَتَهُ مَيْتاً كَحُرْمَتِهِ حَيًا.

রওজায়ে পাকের নিকট বুলন্দ করে আওয়াজ করা আদবের পরিপন্থী কাজ। তদ্রুপ যেখানে হাদীসে রাসূল পড়া কিংবা পড়ানো হয়, সেখানেও বুলন্দ আওয়াজে কথা বলা আদবের পরিপন্থী কাজ। কেননা, পার্থিব জীবন থেকে লোকান্তরিত হওয়ার পরও জাগতিক জীবনের মত তার দরবারে আদব রক্ষা করা ফরজ।[২]

এ কারণে কবি বলেনঃ

ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر
نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایں جا

'আদবশালা আকশের নিচে আরশের চেয়েও সুন্দর,
জুনাইদ ও বায়েজিদের অন্তর হারিয়ে ফেলে এর অন্দর।'

বরং রিসালতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে উতলা ব্যক্তি তো আদব এভাবেই শিক্ষা দেয়-

[১]. রুহুল মা'আনী ১৩/১৩৬

[২]. রুহুল মা'আনী, খন্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ১৩৭

آہستہ سانس لے کہ خلاف ادب نہ ہو
نازک ہے آئینے سے طبیعت حضور کی

'ধীরে নাও শ্বাস যেন তা না হয় আদবের পরিপন্থি
আয়নার চেয়েও বেশী প্রখর তাঁর (রাসূল) স্বাভাবিক প্রকৃতি।'

৭- দরবারে নববীতে আওয়াজ অবদমিত করাই তাকওয়া

সুরা হুজরাতের তিন নং আয়াতের আলোকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উদঘাটিত হয়।

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَٰتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾

নিশ্চয় যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে নিজেদের আওয়াজ সমূহকে নিচু করে রাখে (ফিসফিসিয়ে কথা বলে), তারা ঐ সমস্ত লোক যাদের অন্তরসমূহকে আল্লাহ তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নির্বাচন করে নিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে-তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাবিনিময় রয়েছে।'[১]

১. হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আওয়াজ বা কথাবার্তা নিম্নস্বরে বলার নির্দেশ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর করুণা করেছেন। কেননা, এটার দ্বারা বান্দা স্বীয় অন্তরকে তাকওয়ার উপযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

২. এমন শিষ্টাচারপূর্ণ ব্যক্তিদের দ্বারা যদিও কোন ভূল-ভ্রান্তি হয়ে যায়। তাহলে আল্লাহ তা'আলা দরবারে নববীর প্রতি আদব রক্ষা করে চলার উসিলায় তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।

৩. আল্লাহর মাহবুবের প্রেমে বিভোর আশেকের জন্য আল্লাহ এমন মহা প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা অনুভব ও বোধগম্যতার আওতায় আনা সম্ভব নয়। "لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ" -এর তাফসীর প্রসঙ্গে রুহুল মা'আনী গ্রন্থকার বলেন-

[১]. আল-কোরআন, সূরা হুজরাত ৪৯:৩

وَتَنْكِيرُ ﴿مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ﴾ لِلتَّعْظِيمِ فَفِي وَصْفِ أَجْرٍ بِعَظِيمٍ مُبَالَغَةٌ فِي عَظَمِهِ فَإِنَّهُ مِمَّا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.

"مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ" -এর তানবীন দ্বয় 'نكره' বা সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর 'عَظِيمٌ' শব্দটিকে "أَجْرٌ" এর 'صفت' বা বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করে মাহাত্ম্যের মধ্যে ব্যাপকতাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহর দেয়া প্রতিদান এমন যা কোন চক্ষু কখনও দেখেনি, কোন কান কখনও শোনেনি। কোন মানুষের অন্তরে তার কোন কল্পনাও প্রতিভাত হয়নি।

উক্ত আয়াতসমূহের উপর গভীর চিন্তা-ভাবনা করলে এ বাস্তবতাই পরিস্ফুটিত হয়ে যায় যে, দরবারে নববীর পরিপূর্ণ আদবই হল ঈমানের মূল এবং তাকওয়ার অগ্রগতি। আলা' হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান খুব চমৎকারভাবে বলেছেনঃ

وہ جس نے تجھے محبوب رکھا اللہ کا وہ محبوب بنا
وہ جس کو ہوتی ہے کد تجھ سے اسے کر دیا رب نے بھی روجاناں
تقوی کی نشانی تو ہے ہی تعظیم تری تکریم تری
گستاخ جو تیری شان میں ہے وہ سب سے بڑا ہے بدجاں

'যে আপনাকে বানিয়েছে আপন, সেই হয়েছে আল্লাহর আপন। আর যে বানিয়েছে আপনাকে পর ওহে রাসূল! স্বয়ং রবও তাকে সরিয়ে দিয়েছে দূরে। আপনিই তো তাকওয়ার প্রতীক ওহে রাসূল! আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শনই হল তাকওয়ার মূল। আপনার শানে ঔদ্ধত্যকারী সে-ই সবচেয়ে বড় নিকৃষ্টতর।'

৮- নবীর দরবার হতে বিমুখ হওয়া কপটতার নিদর্শন

সূরা হুজরাতের আয়াত সমূহে দরবারে নববীর আদব শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারীদের

[১]. রুহুল মা'আনী, খন্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ১৩৮

জন্য মহা প্রতিদান ঘোষণা করা হয়েছে। এখন এটাও পর্যালোচনা করা দরকার যে, দরবারে নববীতে যারা আনুগত্যের মাধ্যমে স্বীয় মস্তক অবনত না করে ইচ্ছাকৃতভাবে দুরত্ব বজায় রাখে, আল-কোরআন তাদের ব্যাপারে কি বলেছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾

'আর যখন ঐ মুনাফিকদেরকে বলা হয়, তোমরা এগিয়ে এসো আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি, তখন দেখবেন সে মুনাফিকরা আপনার থেকে বিমুখ হয়ে যাচ্ছে। তারা আপনার নির্দেশ পালনে আগ্রহী নয়।'[১]

অর্থাৎ যখন তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য এবং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামী বরণের আহবান জানানো হয়, তখন তাদের মধ্যে মুনাফিক রা আল্লাহর আহকাম পালনে তো কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ করতে চায়না। বরং "يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا" আপনার দরবারে আসতেই চায়না তারা। আর সে জন্যই তো তাদের গলায় মুনাফিকীর শিকল পরিয়ে দেয়া হয়েছে।

এ আয়াতে করীমার মধ্যে কাফির, মুত্তাকী মুসলমান ও মুনাফিকদের পরিচয় লাভের পূর্ণাঙ্গ সুত্র নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যে, নবীর দরবার হতে পালিয়ে খোদার দরবারে যাওয়া কখনও সম্ভব নয়। কবি বলেন ঃ

تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں
در بدر یونہی خوار پھرتے ہیں!

'তোমার দরবার হতে যে পালিয়ে যায়, ফিরে আসবে সে হয়ে লাঞ্চিত।'

কিন্তু যারা নবীর দরবারের গোলামী বরণ করে নেয়, প্রকৃতপক্ষে আপনা আপনিতেই তারা খোদার দরবারে পৌঁছে যায়। কেননা নবীর দরবার মূলত আল্লাহর দরবার হিসেবেই অভিহিত।

[১]. আল-কোরআন, সূরা নিসা ৪:৬১

খোদার শপথ এটাই (নবীর দরবার) হল খোদার দরবার

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, আল্লাহর হাবিব হলেন সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে পরিচয় লাভের মাধ্যম। তাকে ব্যতিরেকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করা কখনও সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা তার মাহবুবের দরবার হতে পলায়নকারীদের মুনাফিক হিসেবে এই জন্য আখ্যায়িত করেছেন যে, তারা তার হাবীবকে বাদ দিয়ে সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। অথচ তিনিই (রাসূল) তাদেরকে আল্লাহ ও তার একত্ববাদের পরিচয় দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন, আমি যখন তাদেরকে আমার দিকে আহবান করেছি তখন তারা তা মেনে নেয়। কিন্তু যখন তাদেরকে আমার হাবিবের আনুগত্যের নির্দেশ দিই, তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করে বলে, "আমরা তো সরাসরি আল্লাহর ইবাদত করে তার পরহেজগার বান্দা পরিণত হতে পারি। নবীর দরবারে যাওয়ার কি দরকার"?

আল্লাহ তা'আলা তাদের এই ভ্রান্ত ধারণাকে খন্ডন করে বলেন, ওহে হাবীব এ কিভাবেই হতে পারে যে, যে ব্যক্তি আপনাকে পরিহার করে আমার দরবারে হাজারো সিজদায় অবনত হয়, সারারাত জেগে ইবাদত করে। রাত-দিন মোরাকাবা, মোজাহাদা, তাসবীহ পাঠ ও রিয়াজতে মশগুল থাকে, দ্বীন-ধর্মের নামে আমল করে পুরো জিন্দেগী কাটিয়ে দেয়, তার দ্বীণ আমি কবুল করব? তার ঐ দ্বীন তো দ্বীন হতে পারে না যাতে আপনার সম্পৃক্ততা নেই। আপনার ভালবাসা বিহীন তার সেই ইবাদত কোন কাজে আসবেনা? আর তার সেই নির্ঘুম রজনী অতিবাহিত করায় কি ফায়েদা থাকতে পারে যাতে আপনার প্রেমে বিভোর হয়ে তার দু'নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়ে না ওঠে? যতক্ষণ না সে আপনার দরবারে মস্তক অবনত করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ঈমানের বৃক্ষ ফলভারে নুয়ে পড়বে না। আপনার গোলামী স্বীকার করলেই তার পূণ্যের মূল্যায়ন হবে। এমন কি সে যদি প্রত্যেক্ষভাবে আমার নিকট তার গুনাহ মাফও চায়, তাহলে তার সাথে আপনার গোলামীর সম্পর্ক না থাকলে কিছুতেই আমি তাকে ক্ষমা করবো না। আল-কোরআন এ সম্পর্কে ইরশাদ করেঃ

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾

'ওহে আমার হাবীব! যদি ঐ সকল লোক যারা নিজেরাই নিজেদের উপর (আপনার নাফরমানী করে) জুলুম করেছে তারা (লজ্জিত হয়ে) আপনার নিকট আসত। অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও (আপনিও) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তাহলে তারা আল্লাহকে বড়ই তওবা কবুলকারী ও দয়াময় হিসেবে পেত।'[১]

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এ আয়াতে ظلم দ্বারা গুনাহ, নাফর মানী এবং আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যাচরণকে বুঝানো হয়েছে। যা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। অত্র আয়াতের ভাবার্থ হল, যদি মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করে, তাহলে তারা তা হতে ক্ষমা লাভের জন্য আপনার দরবারেই আসবে। আর তাতে তাদের ক্ষমা প্রাপ্তি হয়ে যাবে।

চিন্তাযোগ্য সূক্ষ্ম বিষয়

লক্ষ্যনীয় ও চিন্তাযোগ্য বিষয় হল, অসন্তুষ্ট ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করতে হলে ক্ষমাপ্রার্থীকে অসন্তুষ্ট ব্যক্তির নিকট যেতে হবে। যেমন- কেউ যদি যায়েদ নামক ব্যক্তিকে অসন্তুষ্ট করে বকর নামক ব্যক্তির নিকট গমন করে, তাহলে কি যায়েদ তাকে ক্ষমা করে দিবে? কখনও দিবেনা।

কিন্তু মুহাব্বত বা ভালবাসার সূত্র তো সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। আল্লাহ বলেন, "جَـاءُوكَ" ওহে মাহবুব! যদি তারা আমার মাগফিরাত বা ক্ষমা লাভের প্রত্যাশী হয়, তাহলে তারা যেন আপনার নিকট আসে। অতঃপর আল্লাহ বলেন "فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ" যখন তারা আপনার দরবারে এসে যায় তারপর স্বীয় গুনাহের ক্ষমা চায়, তখন আমি আল্লাহকে তারা ক্ষমাকারী হিসেবে পাবে।

কেউ যদি বলে, ওহে প্রভূ তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা তো ঘরে বসেও করা যেত কিংবা কোন মসজিদে বসেও ক্ষমা প্রার্থনা করা যেত বরং খানায়ে কাবা কিংবা মসজিদে হারামের মত মহিমামন্ডিত স্থানগুলোতেও করা যেত,

[১]. আল-কোরআন, সূরা নিসা ৪:৬৪

কিন্তু তুমি তোমার হাবিবের দরবারেই ক্ষমা প্রার্থনার শর্তারোপ করলে কেন? অথচ তুমি তো সব স্থানেই তোমার বান্দাদের প্রার্থনা শুনে থাক। কেননা, তুমি তো নিজেই ঘোষনা করেছঃ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى ﴿١٨٦﴾

'হে আমার রাসূল! যখন আমার বান্দারা আপনার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। (তখন বলুন) আমি তাদের নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে সুতরাং বান্দাগণ যেন আমার নির্দেশ মেনে চলে।'[১]

ওহে রব! তুমি তো আরও বলেছ।

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

'আমি তো তার (মানুষের) গ্রীবার চেয়ে ও অধিক নিকটে আছি।'[২]

এতদসত্ত্বেও ক্ষমা লাভের জন্য গুনাহগারদেরকে তোমার হাবিবের দরবারেই বা পাঠাও কেন? জবাবে বারী তা'আলা বলেন, ওহে বান্দা! তোমাকে তো এ পাঠ শিখানোই আমার উদ্দেশ্য।

بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر!!
جو وہاں سے ہو یہیں آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

'খোদার কসম এটাই হল খোদার দরবার। তাছাড়া আর নেই কোন ঘর পালিয়ে আশ্রয় নেয়ার। যা কিছু হবে সেখান থেকেই হবে। আর যা কিছু এখানে (নবীর দরবার) হবেনা, খোদার দরবারেও তা হবেনা।'

جَاءُوكَ এর মর্মার্থ

এ আয়াতে করীমায় "جَاءُوكَ" দ্বারা মহান আল্লাহ তা'আলায় এ কথাটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, দরবারে নববী কিয়ামত পর্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা লাভের

[১]. আল-কোরআন, সূরা বাকারা ২:১৮৬
[২]. আল-কোরআন, সূরা নিসা ৪:৬৪

হকদার। আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে নফসের উপর জুলুমকারী পাপিষ্টদের ক্ষমা তো আজও দরবারে নববীর উসিলায় অর্জিত হয়ে থাকে। এর উপর তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে।

যে কেউ দরবারে নববীকে আঁকড়ে ধরবে, চাই প্রকাশ্যে রওজা মোবারকে হাজির হয়ে, কিংবা গোপনে ইশ্‌কে রাসূলে দিওয়ানা হয়ে অনুসরণ ও অনুকরণ করে কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা উসিলা গ্রহণ করে, তাহলে অবশ্যই সে ক্ষমা লাভে সক্ষম হবে। "جَاءُوكَ" দ্বারা মূলতঃ দরদারে নববীর উসিলা গ্রহণই উদ্দেশ্য। কেননা,

یہ گھر یہ در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے
مژدہ ہو بے گھرو کہ صلا اچھے گھر کی ہے!
مجرم بلاے آتے ہیں ہے جَاءُوكَ گواہ
پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے

এটি ঐ মহান সত্ত্বার ঘর যিনি তা হতে পবিত্র।
ভবঘুরেদের জন্য ঐ মহান ঘরে আমন্ত্রণের সুসংবাদ রয়েছে।
অপরাধী جَاءُوكَ কে সাক্ষ্য নিয়ে ডাক দিয়ে আসে,
দয়ালুর আলয় হতে কখনও শূণ্য হাতে ফিরে যায়?

তাওবা কবুল হওয়ার জন্য রাসূল করীম ﷺ এর সুপারিশ শর্ত

খোদার নির্দেশ "جَاءُوكَ" মতে যখন লোকেরা দরবারে নববীতে হাজির হয়ে গেল তখন "فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ" এর নির্দেশও বাস্তবায়িত হল। অতঃপর আল্লাহ বলেন, "وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ" এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের জন্য সুপারিশ করেন।

হে আমার প্রিয় হাবিব! আপনার দরবারে উপস্থিত হয়ে উসিলা গ্রহণ করার কারণে আমি তাদেরকে তো ক্ষমা করে দেব। কিন্তু এখনও একটি শর্ত বাকী রয়ে গেল। তা হল, আপনি আপনার পবিত্র নুরানী যবানিতে তাদের জন্য দু'কথা বলে দিন। আর তাদের ব্যাপারে আপনার মধুময় ভাষাতে শুধু একটুই বলে দিন, ওহে আমার রব! এখন তাদের ক্ষমা করে দিন। অতঃপর আমি

আল্লাহ আমার ইজ্জতের শপথ করে বলছি, আমি তাদেরকে শুধু ক্ষমাই করে দেব না, বরং আমার রহমত দ্বারা আমি তাদের প্রত্যাশা পূরণ করে দেব।

لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾

'আর তারা আল্লাহকে অধিক তাওবা কবুলকারী ও অনুগ্রহণকারী হিসেবে পাবেন।'[১]

শাফায়াত অস্বীকারকারীদের জন্য এর চেয়ে আর কি অকাট্য দলিল থাকতে পারে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বান্দার গুনাহ ক্ষমা করার জন্য বান্দাদেরকে স্বীয় হাবিবের দরবারে শরনাপন্ন হওয়ার উপর তাগিদ দিয়ে বলেছেন, যতক্ষণ না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য সুপারিশ করবে ততক্ষণ তাদের ক্ষমা প্রার্থনায় আমি কর্ণপাত করবো না। শাহ আহমদ রেজা খান (রাহ.) কতই না চমৎকার বলেছেন,

بے ان کے واسطے سے خدا کچھ عطا کرے
حاشا غلط غلط یہ ہوش بے بصر کی ہے
ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو ظالموں!
واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے

'তারই উসিলা ছাড়া খোদা দিবেনা কিছুই। তার ছাড়া প্রাপ্তির আশা ভ্রান্তি, ভ্রান্তি আর কল্পনা বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়।
ওহে জালিম! তাঁকে বাদ দিয়ে যে খোদাকে স্মরণ করতে চাই, খোদার কসম! হবেনা তা আল্লাহর স্মরণ করবে সে সাকার জাহান্নামের কুঞ্জি হাতে বরণ।'

১১- রাসূলে করীম ﷺ এর গোলামীই হল তাকওয়ায় কামালিয়ত অর্জনের মাধ্যম

যেভাবে মানবজীবন ও তার প্রতিটি ক্ষেত্র ক্রমশ উন্নতি ও উৎকর্ষতার দিকে ধাবিত হয়, মানব জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-চেতনায় যেভাবে উন্নতির শীর্ষমার্গে আরোহন করে, ঠিক তেমনিভাবে মানুষের মধ্যে অন্তরর্নিহিত তাকওয়াও ক্রমশ উন্নয়নশীল একটি আমল হিসেবে পরিগণিত। যা রাসূলে

[১]. আল-কোরআন, সূরা নিসা ৪:৬৪

পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা, রাসূলের গোলামী বরণ করেই তাকওয়ার সরোবরে অবগাহন করা যায়। যদি মানুষ তাতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চায়, তাহলে প্রশ্ন জাগে, এমন কি আমল রয়েছে যা তাকওয়ায় কামালিয়ত অর্জনের মাধ্যম হতে পারে?

এ প্রশ্নের জবাব আল্লাহর বাণী "فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ"-এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ যে সম্পর্কের কারণে 'তাকওয়া' অর্জন করা যায়, তাকওয়ায় দৃঢ়তা অর্জনের জন্য ঐ সম্পর্কটিকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যে যতই দৃঢ়তা পাওয়া যাবে। ততই তার তাকওয়ার উন্নতি ঘটবে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের মাধ্যমে যে যতবেশী তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারবে, সে ততবড় মুত্তাকী হওয়ার সৌভাগ্য লাভে সক্ষম হবে। এবং আল্লাহর ভালবাসা ও অনুকম্পার মাধ্যমে তার নৈকট্য লাভের অনুপম নেয়ামত দ্বারা ধন্য হবে। আর যখন বান্দা রাসূলের ইত্তেবা ও গোলামীতে নিজকে বিলীন করে দেবে তখন তার 'তাকওয়া' স্থায়িত্ব লাভে সক্ষম হবে। আর সেই বান্দা 'سلطان الاتقياء' বা মুত্তাকীদের সম্রাট অভিধায় বিভূষিত হবেন। অতঃপর সেই বান্দা 'نفس مطمئنة' (প্রশান্ত হৃদয়)-এর আকৃতিতে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির স্থানে পৌছে যাবেন। যেখানে আল্লাহর রহমত তাকে এই বলে ডেকে উঠবেঃ

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى ﴿٢٩﴾

'হে (ঐ ব্যক্তি) ঐ আত্মা! যে প্রশান্তি অর্জন করে নিয়েছে। তুমি তোমার রবের দিকে এভাবেই ফিরে চল যে, তুমি তার (রবের) উপর সন্তুষ্ট আর তিনিও তোমার উপর সন্তুষ্ট। অতঃপর তুমি আমার মহিমান্বিত বান্দাদের অর্ন্তভূক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।'[১]

আর বাস্তবতা হল এটাইঃ

[১]. আল-কোরআন, সূরা ফজর ৮৯:২৭-২৯

ان جو غلام ہو گے وقت کے امام ہو گے

'যে তার গোলামী বরণ করেছে
সেই তো যুগের ইমাম হয়েছে।'

১২- উচু মর্যাদা লাভের জন্য রাসূলে পাক ﷺ এর সাথে সম্পর্কের গুরুত্ব

পার্থিব জীবনে এমন কিছু উপায় বা মাধ্যম রয়েছে অল্প কিছু দিন পর যেগুলোর প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না। যেমন- শৈশবকালে মানুষের বহু উসিলা বা মাধ্যমের একান্ত প্রয়োজন হয়ে থাকে। মা-বাবা সর্বপ্রথম শিশুদের হাত ধরে চলতে শেখায়। কিছুদিন পর সে খাট-পালং ধরে নিজে নিজে চলা শুরু করে। সে ক্রমান্বয়ে নিজে চলার যোগ্যতা অর্জন করে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাহ্যিক মাধ্যম গুলোর প্রয়োজনীয়তা কমতে শুরু করে। যৌবনে সে সকল উসীলাগুলো থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়। পরে প্রাকৃতিক নিয়মে স্বয়ং তাকে অন্যের দায়িত্বভার নিতে হয়।

এভাবে সৃষ্টিকুলের মাধ্যমগুলো নির্দিষ্ট সময়ের পর কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু রেসালতের সম্পৃক্ততা ঈমানদার ও মুত্তাকীদের জন্য এমন এক উপায় বা আশ্রয়, যা আত্মিক উন্নতির পাশাপশি ক্রমশঃবৃদ্ধি পায়। মু'মিনের ঈমানের শিকড় যতই মজবুত হয়, ততই তাকওয়ার উন্নতি ঘটে। আর তাকওয়ার উন্নতি বান্দাকে আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে যায়। আর তখন রেসালতের আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়ে যায়।

অন্য ভাষায়, মুত্তাকীর মর্যাদা যতই উন্নত হয়, রাসূলুল্লাহর সাথে তার বন্ধন ততই সুদৃঢ় হয়। যখন রাসূলের গোলামীতে নিজের অস্থিত্বকে বিলীন করে দেয়, তখন ফানা ফির রাসূলে বেহুঁশ হয়ে ঐ বান্দার বন্দেগী ও জীবন পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আর তার ললাটে "বকা" (স্থায়িত্ব)-র প্রাপ্তি ঘটে। কবি বলেনঃ

اگر بقاء طلبی اولت فنا باید!

'যদি পেতে চাও বকা, তবে ফানায় নিজকে বিসর্জন দাও।'

আর এ জন্য কেউ যদি ঈমান ও তাকওয়ার পরিপূর্ণতায় পৌছে নিজকে খোদার সন্তুষপ্রাপ্ত বান্দায় পরিণত করতে চায়, তাহলে দরবারে নববীর

সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তার গোলামীতে বিভোর হতে হবে। নতুবা কখনও সে তা লাভ করতে পারবে না।

রাসূলের প্রেমসাগরে যে নিজেকে ডুবিয়ে দিবে, তাহলে সে মারিফাতের এতই উঁচু স্তরে পৌছে যাবে যা কখনও বোধগম্যতায় আসবে না।

১৩- আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মাধ্যমের আবশ্যকতা

'فناء فی الرسالت' বা রাসূলের জন্য আত্মবিসর্জন হল ঈমানে পূর্ণাঙ্গতা লাভের পরিচায়ক। তার পরবর্তী মনজিল হল আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা। অর্থাৎ রাসূলের গোলামী ও তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য দ্বারা তাকওয়া ও ঈমানে কামালিয়ত অর্জন করার পর মুত্তাকী তার অভিষ্ট লক্ষ্য দিদারে ইলাহীতে পৌঁছে যায়। আর যেখানে পৌঁছেও যখন দিদারে ইলাহীর স্বাদ আস্বাদন করতে চায়, তখনও আল্লাহর হাবিবের সাহারা বা আশ্রয় নেয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। এ মহান মর্যাদা সম্পন্ন মাকামে পৌঁছেও মুত্তাকী ব্যক্তি ক্ষণিকের জন্য রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলা থেকে বিমুখ হতে পারবে না। এত উঁচু মাকামে পৌঁছার পর যদি দরবারে রেসালতের সাথে সম্পর্ক কমিয়ে দেয়, তাহলে তার এই বিশাল অর্জনের সুরম্য সৌধ ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে।

যে রাসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের এ আচলকে শক্তভাবে আকড়ে ধরবে, সেই পরিপূর্ণ সালামতী বা শান্তিত থাকবে। পক্ষান্তরে ক্ষণিকের জন্য হলেও কেউ যদি দামনে রসুলের বন্ধন শিথিল করে দেয়, তাহলে তার সকল বুযর্গী ধূলোয় মিশ্রিত হয়ে যাবে। সুতরাং প্রমাণিত হল সমস্ত ফরজ কার্যাবলী হল শাখা। আর মূলকান্ড হল সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামীর দপ্তরে শামিল হওয়া।

যুদ্ধক্ষেত্রে ভালবাসার পরীক্ষিত স্তরসমূহ

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা দ্বারা এই বাস্তবতা উদ্ভাসিত হয় যে, ঈমান ও তাকওয়ার কঠিন এই রাজপথে যেখানে প্রত্যেক পথচারী পরীক্ষায় সম্মুখীন হয়, প্রতিটি মোড় বিপদ সঙ্কুল। প্রতিটি কদমে কদমে পরীক্ষার নিপতিত হতে হয়।

জনৈক কবি যথার্থই বলেছেনঃ

را ہروِ راہِ محبت کا خدا حافظ

اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں

'মুহাব্বতের সেই কঠিন পথের হেফাযতকারী খোদা, যে পথে সাক্ষাত ঘটে অনেক কঠিন স্থানের।'

এই বিপদ সঙ্কুল পথে মুসাফিরকে নানা রকম পরীক্ষার ফাঁদ অতিক্রম করতে হয়। কবি বলেনঃ

یہ شہادت گہہ الفت میں قدم رکھنا ہے

لوگ آساں سمجھتے ہے مسلماں ہونا!!

'এটাই হল হল ভালবাসার রণাঙ্গনে পা রাখার শামিল অথচ মানুষ মনে করে মুসলমান হওয়া সহজ।'

ধৈর্য্যের এই পরীক্ষার পথ, বিপদ সঙ্কুল এই পথে মুসাফিরের সমস্যার কথা তুলে ধরে আল্লামা ইকবাল কতই না চমৎকার বলেছেনঃ

چو می گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را

'যখন আমি নিজকে নিজেই মুসলমান মনে করি, তখন আমি কেঁপে উঠি। এ জন্য যে, দ্বীনের চাহিদা কি তা আমার জানা আছে। যেখানে আছে পরীক্ষার পর পরীক্ষা।'

মূলতঃ ভালবাসার কঠিন পথে মুসাফির রাহমতুল্লিল আলামীনের রহমতের সাহারা নিয়ে কঠিন থেকে কঠিনতর ধাপগুলো পাড়ি দিয়ে অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলতে পারে। আর এটিই হল গোলামীর সম্পর্ক, যা মুসাফিরকে প্রত্যেক সঙ্কটময় পরিস্থিতিতেও সফরের নেশায় উজ্জীবিত রাখে। আর এটাই হল ভালবাসা ও সম্পর্কের প্রেরণা যা কঠিন মুসিবতের সময়েও এগিয়ে নেয়। অন্যথায় নিজে নিজে কেউ মনজিলে মকসুদে পৌঁছতে পারবেনা।

ঈমানের ক্ষেত্রে সাধারণ মুমিনের পরীক্ষা মামুলী ধরনের হয়ে থাকে। কিন্তু ঈমান, তাকওয়া ও বেলায়তের পরীক্ষার মাপকাঠি হল যার মর্যাদা যতই বুলন্দ হয়, শয়তানের আক্রমণের পন্থাও ততই বহুমুখী হয়ে থাকে। যে যত বেশী তাকওয়ার অধিকারী হন, শয়তানও ততবেশী কুটকৌশল অবলম্বন করে

তার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে সীরাতে মুস্তাকীম হতে পদস্খলিত করতে চায়। কেননা, সে তো আগে থেকেই শপথ করে আছেঃ

لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾

'আমি অবশ্যই লোকদের পথভ্রষ্ট করার জন্য তোমার সঠিক পথে বসে থাকব।'[১]

আল্লাহ তা'আলা আল-কোরআনের অন্যস্থানে শয়তানের ধোঁকাবাজীর বর্ণনা দিয়ে বলেনঃ

لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

'আমি অবশ্যই অবশ্যই সমস্ত লোকদের পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো তবে তোমার মনোনীত ও মহিমান্বিত বান্দা ছাড়া।'[২]

সাধারণ কোন ঈমানদারের তুলনায় মুত্তাকী ও মুমিনকে শয়তান বেশী আক্রমণ করে থাকে। কেননা, সাধারণ মুমিন যদি শয়তানের ধোঁকায় পড়ে পথ হারা হয়, তাহলে সে একাই পথ হারায়। তাতে অন্য সাধারণ মুমিনের কোন ক্ষতি হয়না। আর এ জন্যই শয়তান এমন সাধারণ সব মানুষের পেছনে লেগে থাকে, যাদের সাথে সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা বেশী। যেমন- কোন দল, প্রতিষ্ঠান কিংবা কোন রূহানী ব্যক্তিত্ব যদি (আল্লাহ না করুক) পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কেবল তিনি একাই নন বরয় তার অনুসারী বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীও সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গোমরাহীর পথে চলে যাবে। এ জন্য শয়তান যদি কোন মহান ব্যক্তিকে পরাস্ত করে তার অধীনে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়, তাহলে হাজার-হাজার জনতাও স্বাভাবিকভাবেই তার (শয়তানের) পতাকা তলে সমবেত হয়ে যাবে। আর এ জন্য দ্বীনি ও মাযহাবী দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের জন্য শয়তানের ধোকাবজী থেকে বেঁচে থাকার নিমিত্তে রাহমতুল্লিল আলামীনের সাহায্য বেশী বেশী দরকার হয়।

[১]. আল-কোরআন, সূরা আ'রাফ ৫:১৬
[২]. আল-কোরআন, সূরা হিজর ১৫:৩৯-৪০

مُخْلَصٌ ও مُخْلِصٌ এর মধ্যে পার্থক্য

মুখলিছ বা নিষ্ঠাবান ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি পরিশুদ্ধ নিয়তের মাধ্যমে তাকওয়ার দৌলত অর্জনে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। আল কুরআন তাদেরকে অরক্ষিত হিসেবে ঘোষণা করেছে। কেননা, শয়তান সবসময় তাদের পেছনে লেগে থাকে। এ জন্য মুখলিছ ব্যক্তি যখন রিপুর কুমন্ত্রনা ও শয়তানের ধোঁকাবাজী থেকে বাঁচার জামানত পেয়ে যান, তখন তিনি মুখলছ ব্যক্তিকে পরিণত হন। আর শয়তানের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা লাভ করেন। যেমন- ইরশাদ হয়েছে- "إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ"

যতক্ষণ মানুষ নিজের প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় ততক্ষণ তার উপর শয়তানী প্রভাবের আশংকা থেকে যায়। আর যখন নিজের প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে রাসূলের গোলামীকে বরণ করার মাধ্যমে নিজের অস্থিত্বকে বিলীন করে দেয়, তখন তার ভাগ্যে ইখলাস, কল্যাণ মিলে যায় এবং সে মুখলছে পরিণত হয়।

বান্দা যতক্ষণ নিজের আমলের উপর ভরসা করবে, ততক্ষণ সে শয়তানের আক্রমন থেকে শঙ্কা মুক্ত হবে না। আর যখন সে নিজের আমলের উপর ভরসা না করে আল্লাহর রহমতের উপর আস্তা রেখে রাসূলের গোলামীর আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন সে আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তির শুভ বার্তা পেয়ে যায়। আর সে রাসূলের দরবারে দিয়ে বলে ওঠেঃ

آنے دو یا ڈوبو دو اب تمہاری جانب
کشتی تمہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے ہیں

'আসতে দাও কিংবা ডুবিয়ে দাও। আমার কিস্তি তোমার পানে পাল উড়িয়ে দিয়েছে।'

আল্লাহর একত্ববাদের তীব্রতা ও রাহমতুল লিল আলামীনের রহমতের ছায়া

তাকওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহ লাভ করা যায়। আর এই দয়া ও অনুগ্রহ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমেই অর্জন করা যায়। আল্লাহর হাবিবের নুবয়তের ছায়াও মুত্তাকী ও মু'মিনদের জন্য আল্লাহর রহমত স্বরূপ। নতুবা কোন মাধ্যম ছাড়া আল্লাহর একত্ববাদের প্রখরতা সরাসরি আমাদের জ্বালিয়ে ফেলত। আল্লাহর হাবিবের রহমতের ছায়া আমাদের মাথার উপরে রয়েছে বিধায় আমরা

তাওহীদের তীব্রতা বরদাশত করতে সক্ষম হচ্ছি। যেহেতু রহমতের মধ্যে সরাসরি কোমলতা শিথিলতা ও শান্তি বিদ্যমান তাই আল্লাহ পাক তার হাবিবকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন। আর তারই তাওহীদের তীব্রতা শিতল নুরে পরিণত হয়ে রাসূলের গোলামদের ক্বলব আলোকিত করছে। এই রহমতের কাজ কোন কিছুকে জ্বালিয়ে ফেলা নয়, বরং প্রজ্জলিতদেরকে বাঁচানোই হল রহমতের কাজ।

তাওহীদের কী প্রভাব তা বুঝতে হলে তুর পাহাড়ে মুসা আলাইহিস সালাম ও তার সত্তরজন সঙ্গীদের কাহিনীর দিকে নজর দেয়া প্রয়োজন। যে সত্তরজন সঙ্গী পর্দাবিহীনভাবে তাওহীদের আলো দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু একটি সামান্য ঝলকেই তুর পবর্তসহ তারা সকলেই পুড়ে ছারখার হয়ে গেল।

আর এটা তো একমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যই সম্ভব যে, তিনি মাকামে "قَابَ قَوْسَيْنِ"-এর মনজিলের ওপর " مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى"- এর বহিঃপ্রকাশ করেছে।

কোন কবি বলেনঃ

موسی زہوش رفت یک پرتوے صفات
تو عین ذاتِ می نگری و در تبسمی

'তার গুণাবলীর তজল্লিতে হয়েছে মূসা বেহুশ। আর আপনি তো তার (আল্লাহর) প্রকৃত সত্তাই দেখেছেন মৃদু হেসে।'

এভাবেই আল্লাহ হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়েজ প্রাপ্তরাও আল্লাহর তাওহীদের জলওয়া বরদাশত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এ সকল কিছু একমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসিলায় সম্ভব। তার রহমতের ছায়ায় আমাদের সকলের ঈমান নিরাপদে রয়েছে। আর তারই রহমত কিয়ামতের ময়দানে প্রখর সূর্যের উত্তাপ থেকে বাচাঁর উপায়। আল্লামা শরফুদ্দীন বু'সিরী বলেনঃ

هُوَ الْحَبِيْبُ الَّذِيْ تُرْجَى شَفَاعَتُهُ ۞ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْأَهْوَالِ مُقْتَحِمِ

তিনি তো সেই সত্তা, যার সুপারিশ প্রত্যাশিত, আপতিত প্রত্যেক কঠিন মুসিবতে।

তাকওয়ার সনদ প্রদান

আল্লাহর হাবীবের দরবারে নিবেদিত আত্মোৎসর্গকারী মুত্তাকীদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাকওয়ার সম্মানজনক সনদ প্রদান করবেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে (যেভাবে) শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কলেজ ইউনির্ভাসিটি থেকে সনদ লাভ করে থাকে। অপর কোন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির নিকট থেকে সেই সনদ লাভ করলে শিক্ষার্থীরা তাতে গৌরব বোধ করে। এভাবে মুত্তাকী হওয়াও আল্লাহর নিকট এক সম্মানজনক বিষয়। যেমন- আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

وَالَّذِى جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾

আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং যাকে নিজেই মুত্তাকীর সনদ দান করেন, তার জন্য তার চেয়ে বড় সম্মানের বিষয় আর কি হতে পারে। এটা তো আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

তাকওয়ার ফল

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, মুহাব্বত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা হচ্ছে তাকওয়ার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য। আর এটাই মানব জীবনের মূল লক্ষ্য। কিন্তু তারপরও একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। যিনি আল্লাহর হাবিবের গোলামী বরণ করে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকওয়ার সনদ লাভ করে নিয়েছেন, তাতে তার কী কল্যাণ হয়েছে? আর তার জীবনে এর কি প্রভাব পড়েছে? অত্র প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ বলেনঃ

لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ﴿٣٤﴾

'তাদের জন্য তাদের রবের নিকট তাই মিলবে যা তারা কামনা করবে।'

এখানে "مَا يَشَاءُونَ"-এর অধীনে তাকওয়ার ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে। রিসালতের সত্যায়নকারী মুত্তাকীদের জন্য তাদের রবের নিকট এত উচ্চ মর্যাদা রয়েছে যে, তারা আল্লাহর দরবারে যা চাইবে সবকিছুই তারা লাভ করবে। কেননা, তার ভাষা যখন খোদার ভাষা হয়ে যায়, তখন স্বয়ং খোদা তার ইশারাতেই ফয়সালা দেন। আল্লামা ইকবাল বান্দার এই মকাম অর্জনকে মু'মিনের "খুদী" হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, বান্দা যখন তাকওয়া ও ঈমানে এ

স্থানে পৌঁছে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের নিয়ম শৃঙ্খলাকে ঐ বান্দার মর্জির অনুসারী বানিয়ে দেন। আল্লামা ইকবাল বলেনঃ

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے!

خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

'আত্মাকে এতই বুলন্দ (উন্নত) কর যে, স্বয়ং খোদা যেন বান্দার নিকট প্রত্যেক ফয়সালার পূর্বে জিজ্ঞাসা করে ওহে বান্দা! তুমি কিসে সন্তুষ্ট, তোমার সন্তুষ্টিই আমার কামনা।'

তাকদীরের গোপন বিষয়ের রহস্য ভেদী

মুত্তাকী বা খোদাভীরু ব্যক্তি যখন খোদার প্রেমে বিভোর হয়ে আল্লাহর হাবীবের আনুগত্য ও গোলামীতে নিজকে বিলিয়ে দেন, তখন তিনি আল্লাহর অসীম কুদরতের রহস্য অনুধাবন করে পুরো সৃষ্টিকুলকে তার অনুগত করে নিতে পারেন। অতঃপর সৃষ্টির এমন কোন কিছু আর বাকী থাকে না, যা তার বশীভূত হয়না। এমন কোন শক্তি থাকেনা, যাকে সে পরাস্ত করতে পারে না। আর এই মাকামেই পৌঁছে হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ

وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ اَوْ دُهُوْرٌ ... تَمُرُّ وَتَنْقَضِي اِلاَّ اَتَالِي

وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِيْ ... وَتُعَلِّمُنِي فَاقْصِرْ عَنْ جِدَالِي

بِلاَدُ اللهِ مُلْكِي تَحْتَ حُكْمِي ... وَوَقْتِي قَبْلَ قَلْبِي قَدْ صَفَالِي

نَظَرْتُ اِلَى بِلاَدِ اللهِ جَمْعًا ... كَخِرْدَلَةٍ عَلَى حُكْمِ التَّصَالِي

১. এমন কোন মাস কিংবা সময় নেই, যা আমার দরবারে হাজির না হয়ে চলে যায়।

২. আর ঘটে যাওয়া ও ঘটমান সকল ঘটনাগুলো আমাকে অবহিত করে দেয় যে, (ওহে আল্লাহর দাসত্বের মকাম থেকে গাফিল ব্যক্তি) তুমি বিবাদ থেকে বিরত থাক।

৩. আল্লাহর সমস্ত শহরগুলো আমারই রাজ্য এবং এগুলোর উপর শাসন পরিচালিত হয় আমার। আমার অন্তর বর্তমান এবং সৃষ্টির পূর্বেও পরিচ্ছন্ন ছিল। (অর্থাৎ আমার আত্মা আমার দেহ সৃষ্টির পূর্বেও স্বচ্ছ ছিল)

৪. আমি আল্লাহ তা'আলার সকল শহরগুলোকে দেখলাম। যেগুলো আমার নিকট শর্ষের বীচির মত মনে হল।

মূলতঃ ঐ বান্দার সকল কথা ও ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলার তাকদীর পরিণত হয়ে যায়। যেমন- কবি বলেনঃ

گفتہ او گفتہ اللہ بود ... گرچہ از حلقوم عبداللہ بود

'তার বাণী মূলতঃ আল্লাহরই বাণী কণ্ঠ দিয়ে বের হয়। কেননা, তিনি তাকওয়া অর্জনের জন্য ঐ সমস্ত ক্ষেত্রগুলো অতিক্রম করেছেন, যেখানে বান্দা স্বীয় প্রভূর গুণে গুণান্বিত হয়।'

মুত্তাকীর দোয়া কবুল হওয়ার রহস্য

এটা বাস্তব সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা তার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা ও মুত্তাকীদের প্রার্থনা ফেরত দেননা। মূলতঃ তারা আল্লাহ তা'আলার এতই নৈকট্য লাভ করেছেন যে, তাঁদের মূখ দিয়ে আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত কোন প্রার্থনা বের হয়না।

একটি ভুল ব্যাখ্যার নিরসন

মানুষের মনে অনেক সময় এ ধারণের সংশয় সৃষ্টি হয় যে, যেহেতু খোদা সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক এবং সকল কিছু করতে সক্ষম। তিনি যাকে যখন যা ইচ্ছ দিতে পারেন। আর কারও কাছ থেকে যখন যা চায়, তা ছিনিয়ে নিতে পারেন। আর তিনি তো কারও মুখাপেক্ষী নন। তাই ইচ্ছ করলে তিনি তার মকবুল বান্দাদের দোয়া ফেরৎ দিতে পারেন কিংবা কবুলও করতে পারেন।

এ সকল ধারণা স্বস্থানে বিদিত। কিন্তু এমন কিছু ব্যাপারও আছে, যে গুলোকে আল্লাহ নিজের জন্য অবধারিত রীতি হিসেবে সাব্যস্ত করে নেন। যেমন- তিনি ন্যায়পরায়ন, দয়ালু ও দানশীল। এখন যদি তিনি (আল্লাহ না করুক) আমাদের প্রতি কোন ইনসাফ নাও করেন, তাহলে তাকে কেউ প্রতিহত করতে পারবে না। এভাবে দয়া ও দানশীলতার জায়গায় যদি আজাব অবতীর্ণ করা শুরু করেন, তাহলে এমন কেউ নেই যে তাকে বাধা দিবে। কিন্তু যখন তিনি এ ঘোষণাই দিয়েছেন যে, আমি আমার বান্দার উপর সামান্যতমও জুলুম করি না। আমি আমার বান্দার প্রতি ইনসাফ করি। যেহেতু তিনি ইনসাফকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছেন, সেহেতু ইনসাফ না করাটাই তার

রুবুবিয়তের পরিপন্থী। এভাবে তিনি সৎকর্ম পরায়নশীলদের আমল নষ্ট করেন না "إِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ" অথচ তিনি তা করতে সক্ষম। তবে এটা খোদায়ী ইনসাফ বিরোধী।

তিনি যখন কোন বিষয়কে নিজের উপর আবশ্যক করে নেন, তখন তা তার খোদায়ীত্বের লক্ষ্য হয়ে যায়। এর বিপরীত কাজ তার জন্য শোভা পায় না। এভাবেই তার নৈকট্য প্রাপ্ত প্রিয় বান্দাদের প্রার্থনা ফিরিয়ে দেয়া কখনও তার ইচ্ছা নয়। সুতরাং তার খাস মকবুল বান্দাদের প্রার্থনা কবুল না করে ফেরত দেয়া আল্লাহর শান হতে পারেনা। আর এজন্যই তো তিনি তার মকবুল বান্দাদের প্রত্যেক দোয়া কবুল করে নেন।

يَشَاءُونَ -এর কিছু সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ

তাকওয়ার সুউচ্চ মকাম অর্জনকারীদের ব্যাপারে আল-কোরআন ঘোষণা করেছেন-

لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ﴿٣٤﴾

'তারা যা ইচ্ছে করবে, তাদের রব তাদেরকে তা দান করবেন।'[১]

يَشَاءُونَ শব্দ ব্যবহারের হিকমত

يَشَاءُونَ - শব্দটি ব্যবহার না করে তার পরিবর্তে مَا يَقُوْلُوْنَ (যা বলে), مَا يَطْلُبُوْنَ (যা খোঁজে) مَا يَدْعُوْنَ (যা দোয়া করে) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু এখানে يَشَاءُونَ শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। তার কি রহস্য থাকতে পারে।

উল্লেখ্য যে, দোয়া, বলা কিংবা খোঁজ করা ইত্যাদি শব্দের সম্পর্ক অন্তরের চেয়ে মুখের সাথে বেশী। পক্ষান্তরে "চাওয়া" শব্দটির সম্পর্ক অন্তরের সাথেই সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাদের অন্তরের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাদের ইচ্ছাগুলোকে পূর্ণ করে দেন। কিন্তু তার চেয়ে এখানে আরেকটি সুক্ষ্ম বিষয় হল, يُرِيْدُوْنَ শব্দটিও ব্যবহার করেননি।

[১]. আল-কোরআন, সূরা যুমার ৩৯:৩৪

অথচ ارادہ ও مشیت উভয় শব্দ দ্বারা একই উদ্দেশ্য নেয়া যায়। কেননা উভয় শব্দের সম্পর্ক অন্তরের সাথে। কিন্তু উভয় শব্দটির মাঝেও আভিধানিক দিক দিয়ে সামান্য পার্থক্য নিহিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে অভিধানবিদ ও দার্শনিকরা ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তবে আমি শুধুমাত্র ইমাম রাগেব রচিত মুফরাদাতুল কোরআনের আলোকে আভিধানিক দৃষ্টিকোনে শব্দদ্বয়ের পার্থক্য আলোচনা পূর্বক সেই দৃষ্টিকোনে মুত্তাকীর স্থান নির্ণয় করব ইনশাআল্লাহ।

ارادہ ও مشیت -এর মধ্যে প্রার্থক্য

شَيْءٌ (ش ، ى ، ء) শব্দ থেকে شَاءَ، يَشَاءُ، شَيْئًا وَ مَشِيْئَةً শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে। এর অর্থ হল চাওয়া ও ইচ্ছা করা। অধিকাংশ দার্শনিক ارادہ ও مشیت -এর একই অর্থ নির্ধারণ করেছেন। কারো মতে, আভিধানিক দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। *মুফরাদাতে গরীবুল কোরআন* নামক গ্রন্থে ইমাম রাগেব বস্তুর মৌলিকতা সম্বন্ধে আলোচনার করার পর مشیت শব্দের বিশ্লেষণ এভাবে করেছেনঃ

وَالْمَشِيْئَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمُتَكَلِّمِيْنَ كَالإِرَادَةِ سَوَاءٌ وَعِنْدَ بَعْضُهُمْ اَلْمَشِيْئَةُ فِي الأَصْلِ إِيْجَادُ الشَّيْءِ وَإِصَابَتُهُ.

অধিকাংশ দার্শনিকদের মতে, ارادہ ও مشیت একই গুণের দু'টি নাম। কারো মতে, উভয়টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। مشیت -এর আসল অর্থ হল কোন বস্তু আবিস্কার করা কিংবা কোন বস্তু অর্জন করা।[১]

প্রথম পার্থক্য

অতঃপর নিসবত বা সম্পর্কগত দিক দিয়ে পার্থক্য নির্ণয় করে বলেনঃ

١ - فَالْمَشِيْئَةُ مِنَ اللهِ تَعَالَى هِيَ الإِيْجَادُ، وَمِنَ النَّاسِ هِيَ الإِصَابَةُ.

আল্লাহর مشیت -এর অর্থ হল বস্তুসমূহকে মওজুদ বা অস্তিত্বে আনা। আর বান্দার مشیت (ইচ্ছে) বলতে কোন কিছু লাভ করাকে বুঝায়।[২]

[১]. মুফরাদাতুল কোরআন : খন্ড : ১. পৃষ্ঠা : ২৭১
[২]. প্রাগুক্ত

وَالْمَشِيْئَةُ مِنَ اللهِ تَقْتَضِي وُجُوْدُ الشَّيْءِ وَلِذَلِكَ قِيْلَ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ.

অতঃপর আল্লাহর شيت (চাওয়া) ও আল্লাহর اراده (ইচ্ছা) এর মধ্যে পার্থক্য করে বলেন, কোন কিছুর উপর আল্লাহর اراده (চাওয়া)-এর অর্থ হল, ঐ বস্তুকে অজুদ বা অস্তিত্বে আনা। বলা হয়ে থাকে, আল্লাহ যা চান, তা হয়, আর যা চাননা, তা হয় না।[১]

٢- وَالإِرَادَةُ مِنْهُ لاَ تَقْتَضِي وُجُوْدُ الْمُرَادِ لاَ مُحَالَةَ.

আর আল্লাহর اراده এর উদ্দেশ্যকে অবশ্যম্ভাবী হিসেবে চায় না। যেমন- আল কোরআনে বর্ণিত হয়েছেঃ

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾

'খোদা তোমাদের সহজতাকে চান। আর তিনি কঠোরতা চান না।'[২]

এভাবে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾

'আর খোদা বান্দার উপর জুলুমের ইচ্ছা করেন না।'[৩]

এখন ইমাম রাগেব বলেনঃ

وَمَعْلُوْمٌ أَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ الْعُسْرَ وَالتَّظَالُمِ فِيْمَا بَيْنَ النَّاسِ.

'বান্দাদের মধ্যে কষ্ট ও জুলুম কোন না কোন ভাবেই পাওয়া যায়।'[৪]

দ্বিতীয় পার্থক্য

দ্বিতীয় পার্থক্য বর্ণনা করে বলেন,

أَنَّ إِرَادَةَ الإِنْسَانِ قَدْ تَحْصُلُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَتَقَدَّمَهَا إِرَادَةُ اللهِ.

[১]. প্রাগুক্ত
[২]. আল-কোরআন, সূরা বাকারা ২:১৮৫
[৩]. আল-কোরআন, সূরা গাফির ৪০:৩১
[৪]. প্রাগুক্ত

মানুষের ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত হতে পারে।[১]

যেমন- মানুষ ইচ্ছা যে, তার যেন মৃত্যু না হয় অথচ আল্লাহ তাকে মৃত্যু দেন।

وَمَشِيْئَتُهُ لاَ تَكُوْنُ إِلاَّ بَعْدَ مَشِيْئَتِهِ لِقَوْلِهِ ﴿وَمَا تَشَاءُوْنَ إِلاَّ أَنْ يَّشَاءَ اللهُ﴾

আর মানুষের চাওয়া আল্লাহর চাওয়ার থেকে ভিন্ন হতে পারে না। যেমন- আল্লাহ বলেনঃ আর তোমরা তো কিছুই চাও না একমাত্র আল্লাহ যা চায় তা ব্যতীত।[২]

উল্লেখ্য যে, اراده ও شيت -এর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনার একমাত্র উদ্দেশ্য হল مَا يَشَاءُونَ-এর পূর্ণাঙ্গ তাৎপর্য অনুধাবন করানো। সুতরাং এই আভিধানিক পর্যালোচনা দ্বারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পরিস্কার হয়ে যায়।

১. এখানে যদি يَشَاءُونَ -এর স্থলে يُرِيْدُوْنَ শব্দটি ব্যবহৃত হত, তাহলে মুত্তাকীদের জন্য আল্লাহর প্রতিদান লাভের ক্ষেত্রে সুদৃঢ়তা বুঝা যেত না। বরং يُرِيْدُوْنَ শব্দ ব্যবহার করলে এ অর্থ হত যে, আল্লাহ চাইলে মুত্তাকীদের ইচ্ছার বিপরীত ফয়সালাও দিতে পারেন।

কিন্তু يَشَاءُونَ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, মুত্তাকীরা যা চায় তাই খোদার চাওয়া। আর তাদের চাওয়া ও আল্লাহর কানুন মোতাবেকই হবে।

২. এখানে مَا يَشَاءُونَ- এর মধ্যে مَا শব্দটি আম বা ব্যাপকতা বাচক। অর্থাৎ তারা যাই চাক না কেন তাই মিলবে। যেহেতু তাদের চাওয়াও আল্লাহর পছন্দ মোতাবেক হবে।

৩. يَشَاءُونَ দ্বারা মুত্তাকীদের দোয়া কবুল না হওয়ার সম্ভাবনাটিও রহিত হয়ে যায়। কেননা, আল্লাহর মুত্তাকী বান্দাদের দোয়া দ্বারা তকদীরও পরিবর্তন হয়। আর এ তকদীর পরিবর্তন তো আল্লাহর চাওয়া মোতাবেকই হয়ে থাকে।

সুতরাং যদি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের দোয়া দ্বারা তাকদীর পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে তা আল্লাহর কানুনের পরিপন্থী হবে না। বরং তা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি "لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ" এর বাস্তব সম্মত হবে, যাতে আল্লাহর সাথে কোন দ্বন্দ বা বৈপরীত্য পাওয়া যায় না।

[১]. প্রাগুক্ত
[২]. প্রাগুক্ত

একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা

আয়াতাংশ "ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ" মুত্তাকীদের আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও তাদের মহান মর্যাদাকে আরও স্পষ্ট করে দেয়। অর্থাৎ দোয়া কবুল হওয়ার এই মহান মর্যাদা ঐ সৎকর্ম পরায়নদের বিনিময়, যারা আমার রাসূলের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতঃ তার গোলামীর হক আদায় করার পর মুত্তাকী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। আল-কোরআনের অন্য আয়াতে এই তাৎপর্য বর্ণনা করে ইরশাদ হয়েছেঃ

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾

'পরকালে তাদের জন্য পুরস্কার হিসেবে তাই মিলবে, যা তারা চায়। এভাবেই আল্লাহ মুত্তাকীদের প্রতিদান দিয়ে থাকেন।'[১]

শেষ নিবেদন

মূলকথা হল আল্লাহ তা'আলার মাহবুবের গোলামী বরণকারী মুত্তাকীদের প্রার্থনা তো কবুল হবেই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মৌখিক প্রার্থনার তো দূরের কথা বরং অন্তরে খেয়াল আসলেই সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে তা কবুল হয়ে যায়। আল্লামা ইকবাল কতই না চমৎকার বলেছেনঃ

کوئی انداز کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا
نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں

'কে অনুমান করতে পারে তার শক্তির দাপট। আল্লাহর মুমিন বান্দার দৃষ্টি দ্বারা ভাগ্যসমূহের পরিবর্তন ঘটে যায়।'

মওলানা রুমী অবিকল বলেছেনঃ

اولیاء را ہست قدرت از الہ
تیر جستہ باز گرداند زراہ

'আল্লাহর অলীদের জন্য তাদের রবের পক্ষ থেকে এমন শক্তি রয়েছে, যা নিক্ষেপিত তীরকেও পথিমধ্য হতে ফিরিয়ে আনতে পারে।'

[১]. আল-কোরআন, সূরা নাহল ১৬:৩১

একটি ঘটনা

এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায় যা মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় গ্রন্থ *জামালুল আউলিয়া*- এর মধ্যে ইমাম ইউসুফ বিন ইসমাঈল নবহানী রচিত কিতাব *কারামাতে আউলিয়া* থেকে নকল করেছেন।

মিশরে শায়খ মুহাম্মদ শরবিনী নামক একজন বুযর্গ ছিলেন। তাঁর একটি ছোট বাচ্চা ছিল। তিনি সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকতেন। এক সময় সেই বাচ্চাটি অসুস্থ হয়ে পড়ল। তাঁর স্ত্রী অনেক চিকিৎসা করেছেন, কিন্তু কোন চিকিৎসা কাজে আসেনি। অবশেষে বাচ্চাটি যখন মুমূর্ষ হয়ে পড়ল, তখন স্ত্রী স্বীয় বুযর্গ স্বামীর নিকট কান্না করতে করতে দৌঁড় দিলেন এবং আরজ করলেন, আপনার বাচ্চার অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন অথচ আপনি নিশ্চুপ হয়ে বসে আছেন। তিনি বলেন, যিনি রোগ দিয়েছেন তিনিই সুস্থ করে দিবেন। স্ত্রী অঝুরে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন, আমার একটি মাত্র বাচ্চা। এটাই একমাত্র আমার সম্বল। আপনি তো আল্লাহর ধ্যানে মশগুল। আর আমি সারা জীবন কি নিয়ে বাঁচব? স্ত্রী অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকলেন আর বুযর্গ স্বামী আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন। এভাবে যখন বাচ্চার অন্তিম সময় উপস্থিত হল এবং মালাকুল মাউত রুহ কবজ করতে আসলেন, তখন পুত্রের প্রতি তার হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। অতঃপর আল্লাহর দরবারে প্রার্থনার জন্য হাতও তুলেননি এবং মুখেও কিছু বলেননি। শুধু মালাকুত মাউতের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওহে মালাকুল মাউত! তুমি চলে যাও এবং লাউহে মাহফুজে তাকিয়ে দেখ, তখন মালাকুল মাউত তাকালে দেখলেন, বাচ্চার মৃত্যুর আদেশ রহিত হয়ে গেল।

অতঃপর আশরাফ আলী থানবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ইমাম শা'রানীর বরাত দিয়ে লিখেন, ঐ বাচ্চার নাম ছিল মিয়া আহমদ। এরপর বাচ্চাটি ত্রিশ বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। ইমাম শা'রানী বলেন, শায়খ শারবিনী রাহমতুল্লাহি আলাইহির যা প্রয়োজন হত হাত বাড়িয়ে বাতাস থেকে তা নিয়ে নিতেন।

মক্কায় বসবাসকারী জনৈক বুযর্গ থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর (শরবিনী) কতক সন্তান আজমে ছিল। আর কতক হিন্দুস্থানে। তিনি একই সময়ে ঐ সকল শহরে নিজের পরিবার-পরিজনের নিকট চলে যেতেন এবং তাঁর প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করতেন। আর শহরবাসীরা মনে করতেন, তিনি

তাদের সাথে বসবাস করছেন। আর এ কারণেই জনৈক আলেম তার বিরুদ্ধে জুমার নামাজ না পড়ার অভিযোগ করেন। অথচ লোকেরা তাঁকে মক্কা শরীফে জুমার নামাজ আদায় করতে দেখেন। তার ঐ জীবিত পুত্র আহমদ বলেন, তিনি তাঁর (শরবিনী) লাঠিকে এক বীর পুরুষে রূপান্তরিত হওয়ার নির্দেশ দিতেন। লাঠি সাথে সাথেই এক নওজোয়ানে পরিণত হয়ে যেত এবং তাকে দিয়ে নিজের কাজ সম্পাদন করতেন।

তাঁর সম্পর্কে আরেকটি আশ্চর্য ঘটনা হলো, তিনি প্রতিদিন নৌকা করে একটি নদী পার হতেন। আর মাঝিদেরকে কোনভাবেই বিনিময় দিতেন না। অবশেষে মাঝি অপারগ হয়ে তাকে পার করাতে অস্বীকার করল। তখন তিনি সুবহানাল্লাহ বলে নিজের বদনায় নদীর সমস্ত পানি ভরে নিলেন। নদী শুকিয়ে গেল। নৌকার মাঝি পেরেশান হয়ে ক্ষমা চাইলে তিনি বদনার পানি নদীতে ঢেলে দেন এবং তৎক্ষণাৎ নদী পানিতে ভরপুর হয়ে গেল।[১]

সমাপনী

উপর্যুক্ত ঘটনা দ্বারা এ কথাই প্রমাণ করা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর বান্দাদের দৃষ্টি উপরের দিকে না ফেরাতেই অন্তর্যামী আল্লাহ তার বান্দার অন্তরের ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত হয়ে চোখের পলকেই তা পূরণ করে দেন।

আর এ মর্যাদা লাভ করবে ঐ মহান ব্যক্তিরা, যারা রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লামের গোলামী বরণ করে আল্লাহর নিকট মুত্তাকী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। 'لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ'- এর মর্মানুযায়ী তারা আল্লাহর নিকট যা কিছু চাইবে, তারা তা পাবে। অর্থাৎ আল্লাহর হাবিবের গোলামীর রশিকে যারা আঁকড়ে ধরবে, আল্লাহ তাদের জন্য তার গুপ্ত ভান্ডারের দরজা খুলে দিবেন।

আসলে একান্ত ভাবার বিষয় হল, যে মহান রাসূলের উসিলায় সাধারণ মানুষ এ মান-মর্যাদা লাভ করেছেন, মর্যাদা কতটুকু হবে একমাত্র আল্লাহই ভাল জনেন। জনৈক কবি এ ভাবার্থ ফুটিয়ে তুলতে বলেনঃ

[১]. জামালুল আউলিয়া, আশরাফ আলী থানবী, পৃষ্ঠা : ২০২-২০৩, মাকতাবায়ে ইসলামিয়া বেলাল গঞ্জ,লাহোর। জামে' কারামাতে আউলিয়া, ইমাম ইউসুফ নবহানী ইমাম শা'রানীর বরাত দিয়ে, পৃষ্ঠা : ৭৩৬-৭৩৭, মাকতাবায়ে হামিদিয়া, লাহোর।

فرش والے تیرے شوکت کا علو کیا جانے
خسروا عرش پر اڑتا ہے پھریرا تیرا

'পৃথিবীবাসী আপনার মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব কি জানে? আপনার মর্যাদার পতাকা আরশে আযিমে পতপত করে উড়ছে।'

যার দরবারের ভিক্ষুকরা দুনিয়া আখিরাতের নিয়ামত লাভে ধন্য হয়, যার দরবারে নবী ও রাসূলগণ নিয়ামত লাভের জন্য পাত্র নিয়ে হাজির হন, তাঁর শানে কাসেমিয়ত তথা বন্টন ক্ষমতার প্রকৃত অবস্থা কে অনুমান করতে পারে? আল্লামা শরফুদ্দিন বুসিরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ

كُلُّهُمْ مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ مُلْتَمِسٌ ۞ غُرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ اَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ

সকল নবী আল্লাহর রাসূলের মারফত সমুদ্র হতে এক অঞ্জলী পানি কিংবা আল্লাহর রহমতের বারিধারা হতে একবিন্দু পানির জন্য দরখাস্ত পেশ করেন।

ঐ মহান রাসূলের দয়া ও দানশীলতার কথা আর কি-বা বলব, যেখান থেকে আপন-পর সবাই প্রত্যাশার চাদর ভরতেছে। কবি বলেনঃ

دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا
تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا
فیض ہے یا شہِ تسنیم نرالا تیرا!!
آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا

'দানশীলতার স্রোত তো আপনার দানশীলতার বিন্দু মাত্র। দানশীলতার উজ্জ্বল তারকাসমূহ আপনার দানশীলতার কণামাত্র। ওহে তাসনীমের (বেহেশতী ঝর্ণা) অধিপতি! আপনার বরকত তো অনুপম। পিপাসিত জনতার কামনা হল আপনার সমুদ্র।'

পরিশেষে আল্লাহর মহান দরবারে আমাদের হৃদয় নিংড়ানো ফরিয়াদ হল, তিনি যেন তার প্রিয় হাবিবের উসিলায় আমাদের ওপর রহমত করেন এবং আমাদের তাকওয়া ও ঈমানের সেই দৌলত দান করেন, যা দ্বারা আমরা দুনিয়া ও আখিরাতের নিয়ামত লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে পারি। কবি বলেনঃ

تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیرا
جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا!!
اک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی
مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا

'যেদিন সৌভাগ্যবানরা আপনার ভরপুর পানপাত্র হতে পানীয় লাভে ধন্য হবে, সেদিন আমি অধমের জন্য আপনার সদকার একবিন্দুই যথেষ্ট। আমি পাপী শুধু একাই নই, আমার মত শত-লক্ষ পাপীর (নাযাতের) জন্য আপনার ইশারাই যথেষ্ট।'

تمت

লেখক পরিচিতি

বর্তমান যুগের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আলকাদেরী পাকিস্তানের জং শহরে ১৯৫১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম স্থানে পাস করে নতুন এক রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তিনি এই সুবাদে গোল্ড মেডেল অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য নাম্বার পেয়ে তিনি একই ইউনিভার্সিটি থেকে এল.এল.বি পাস করেন । ১৯৮৬ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি তাঁকে 'ইসলামে শাস্তি : এর প্রকার ও দর্শন' শীর্ষক বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে।

তিনি মুসলিম বিশ্বের মহান রূহানী ব্যক্তিত্ব , ওলীদের আদর্শ পুরুষ সাইয়িদুনা তাহের আলাউদ্দীন আল-কাদেরী আল-বাগদাদী (রহ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে তরীকত ও তাসাউফ-এর দীক্ষা ও ফায়য্ অর্জন করেছেন। হযরতের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং তাঁর পিতা ড. ফরীদুদ্দীন কাদেরী, মাওলানা আবদুর রশীদ রেজভী, মাওলানা জিয়াউদ্দীন মাদানী,মাওলানা আহমদ সাঈদ কাজেমী, ড. বোরহান আহমদ ফারুকী এবং শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আলূনী আল-মালেকী আল-মক্কী রহ. এর মতো প্রখ্যাত আলেমগণ।

তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত পুরো পাকিস্তানব্যাপী 'উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায়' প্রথম হয়ে 'কায়েদে আ'জম গোল্ড মেডেল' অর্জন করেছেন। এ ছাড়াও তিনি অর্জন করেছেন আরো অনেকগুলি গোল্ড মডেল। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এল.এল.বি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। এ ছাড়াও পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সেন্ট,সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি একই সঙ্গে পাকিস্তান শরয়ী আদালতের ফিকহ উপদেষ্টা,পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা,ইসলামি পাঠ্যক্রম জাতীয় কমিটির দক্ষ সদস্য,আ'লা তাহরীক মিনহাজুল কুরআনের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক,পাকিস্তান আওয়ামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মলনের সহসভাপতি,আন্তর্জাতিক ইসলামি একতা সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল,পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য এবং উনিশটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলবিশিষ্ট সংগঠন 'পাকিস্তান আওয়ামী ইত্তেহাদ' এর সভাপতি। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আধুনিক ও প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রখ্যাত বিদ্যাপিঠ 'মিনহাজুল কুরআন ইউনিভার্সিটি ,লাহোর'।

উর্দূ,আরবি ও ইংরেজী ভাষায় এ পর্যন্ত তিন'শর ওপরে তাঁর রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। বিচিত্র বিষয়ে রচিত তাঁর আটশতাধিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পথে রয়েছে।

মানবকল্যানের কারণে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক, চিন্তানৈতিক ও সামাজিক খেদমতকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নিম্নে আমরা তার কিছু নমুনা পেশ করছি :

১. গবেষণা, রচনা এবং মানবকল্যাণের লক্ষ্যে আত্যন্তিক প্রচেষ্টার জন্য দ্বিতীয় মিলিনিয়ামের শেষ প্রান্তে পৃথিবীর পাঁচশত প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনিস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের অসাধারণ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ International Whos who of Contemporary Achievement 'সমকালীন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব পুরস্কার'-এর পঞ্চম এডিশনে ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরীর ওপর একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনিস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে পৃথিবীর সবচে' বড় বেসরকারি শিক্ষাপ্রকল্প বাস্তবায়ন, দুইশ গ্রন্থের লেখক হওয়া , পাঁচ হাজারের অধিক বিষয়ের ওপর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ও সংগঠনে বক্তৃতা উপস্থাপন করা , 'মিনহাজুল কুরআন আন্দোলন'এর প্রতিষ্ঠাতা এবং 'দি মিনহাজ ইউনিভার্সিটির' চ্যান্সেলর হওয়ার সুবাদে The International Cultural Diploma of Honour আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ডিপ্লোমা অব অনার্স- উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

৪. ইংল্যান্ডের ইন্টারনেশনাল বায়ুগ্রোফিক্যাল সেন্টার অব কেম্ব্রিজ- (IBC) এর পক্ষ থেকে শিক্ষা ও সমাজের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্থাপনের সুবাদে তাকে The International Man of the Year 1998-99 '১৯৯৮-৯৯ সালের আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৫. বিংশ শতাব্দিতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ সেবা করার জন্য তাকে Leading Intellectual of the World 'বিশ্বের মহান বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিত্ব- এর উপাধি প্রদান করা হয়েছে।

৬. শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তার অদ্বিতীয় খেদমতের জন্য International Who is Who -পক্ষ থেকে Individual Achievement Award 'অনন্য ব্যক্তিত্ব পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে।

৭. নজীরবিহীন গবেষণার কারণে (ABI) এর পক্ষ থেকে Key of Success 'সফলতার চাবিকাঠি'র সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

৮. বিংশ শতাব্দির International Who is Who এর পক্ষ থেকে Certificate of Recognition 'যোগ্যতার স্বীকৃতি সনদ' প্রদান করা হয়েছে।

সন্দেহাতীতভাবে শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী একজন ব্যক্তি মাত্র নন: বরং তিনি মুসলিম উম্মার জন্য একটি নতুন যুগের প্রতিষ্ঠাতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যোগ্য প্রতিনিধি।

সনজরী পাবলিকেশন